১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের সন্তান তিনি। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। বাবা-মা তাঁকে আদর করে 'খোকা' বলে ডাকতেন। ভাইবোন ও গ্রামবাসীর কাছে তিনি 'মিয়াভাই' নামে পরিচিত ছিলেন।

## শৈশব

'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে, বর্ষার কাদা পানিতে ভিজে।'
বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্টু প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভালো ব্রতচারী করতে পারতাম।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)।

## খেলাধুলাপ্রিয় শেখ মুজিবুর রহমান

একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন বঙ্গবন্ধু। 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ থেকে–
'আমার আব্বা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলা খুব পছন্দ করতেন। মধুমতি নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লাহাট যেতেন খেলতে। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন।'

## শিক্ষাজীবন

শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স যখন সাত বছর, তখন তিনি গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালের পর ১৯২৯ সালে ৯ বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৪ সালে বেরিবেরি রোগে তিনি আক্রান্ত হলে প্রায় চার বছর পড়ালেখা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৪২ সালে মিশনারি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে আবাসিক ছাত্র হিসেবে থাকতে শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকালে বৈরী অবস্থা সৃষ্টি হলে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র ছিলেন।

## বেরিবেরি ও গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত

১৯৩৪ সালে বেরিবেরি এবং ১৯৩৬ সালে গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হন। এ সম্পর্কে তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ

He was born on March 17, 1920 at Tungipara village in present-day Gopalganj district. He is the son of Sheikh Lutfar Rahman and Saira Khatun. He was the third of two brothers and four sisters. He was called as Khoka by his parents but he was known as 'Miyabhai' to his siblings.

## CHILDHOOD

In the book 'Sheikh Mujib My Father', Sheikh Hasina wrote, "My father's childhood was spent by jumping in the river, diving in the dust of mud-paths, soaking in muddy rain water at Tungipara."
Bangabandhu said, 'In early age I was very naughty. I used to play sports, sing and make good music." (Unfinished Autobiography).

## SPORTS-LOVER SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

Bangabandhu was a skilled football player. From the book 'Sheikh Mujib My Father'
'Alongside studies my father was very interested in sports. He especially loved playing football. He had to cross Madhumati River to go to Chitl-mari and Mollahat only for playing sports. Meanwhile, my grandfather was also fond of sports. "

## STUDENT LIFE

When Sheikh Mujibur Rahman was seven years old, he attended Gimadanga Government Primary School. In 1929 he was admitted to Gopalganj Public School at the age of 9.
When he was diagnosed with beriberi disease in 1934, he stayed out of school for about four years. He passed the Entrance Examination (Secondary Exam) from the Missionary School in 1942.
Thereafter he attended Kolkata Islamia College and started living as a resident student at the Bekar Hostel. He passed IA from Kolkata Islamia College in 1944 and BA from Kolkata University in 1947.
Later on he was admitted to the Law Department of Dhaka Unversity in 1948. His academic carrier ended in 1949 when was expelled for taking part in the agitation of the fourth grade employees of the university. He was a student of Salimullah Hall.

রয়েছে– '১৯৩৪ সালে যখন আমি ৭ম শ্রেণিতে পড়ি, তখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। আব্বা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যান। কলকাতার বড় ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে রায় চৌধুরী আরও অনেককেই দেখান এবং চিকিৎসা করাতে থাকেন।'

'১৯৩৬ সালে আবার আমার চক্ষু খারাপ হয়ে পড়ে। গ্লুকোমা নামে একটা রোগ হয়। ডাক্তারদের পরামর্শে আব্বা আবার আমাকে কলকাতায় রওয়ানা হলেন। অপারেশন করা হলো, আমি ভালো হলাম। তবে কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ। চশমা পরতে হবে। সেই ১৯৩৬ সাল থেকে চশমা পরছি।'

## বিবাহ

'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে শেখ হাসিনা বলেন, 'আব্বার যখন দশ বছর বয়স, তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স, তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে।'

## মুসলিম সেবা সমিতি

বঙ্গবন্ধুর একজন স্কুল মাস্টার একটা সংগঠন গড়ে তোলেন, যার সদস্যরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, চাল, টাকা জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। বঙ্গবন্ধু সেই দলের অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে জানা যায় যে– তাঁর জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কেনা লাগত। কারণ কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ, রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন।

## প্রথম বিদ্রোহ

'কৈশোরেই তিনি খুব অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর শেখ মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন', 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে শেখ হাসিনা বলেন।

## রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

## কারাজীবন

বঙ্গবন্ধু সারাজীবনে মোট ৪৬৮২ দিন কারাভোগ করেন। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে ৭ দিন এবং পাকিস্তান আমলে ৪৬৭৫ দিন। বঙ্গবন্ধু ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৮ সালে প্রথম কারাগারে যান।

## SUFFERED FROM BERIBERI AND GLAUCOMA

He was diagnosed beriberi in 1934 and Glaucoma in 1936. This is mentioned in his unfinished autobiography. "When I was in the 7th grade, I became very ill. Suddenly infected by beriberi disease my heart became weak. My father took me to Kolkata for treatment. I was treated by famous doctors of Kolkata among Shivapad Bhattacharya, AK Ray Chowdhury and many others. '

'In 1936, my eyes got damage by a disease called glaucoma. On the advice of doctors, my father again took me to Kolkata for treatment. There my eyes were operated and I was fine. However, the study was stopped for some time and I had to wear glasses. I have been wearing glasses since then. "

## MARRIAGE

In the book 'Sheikh Mujib My Father', Sheikh Hasina said, "When father was ten years old, he was married. At that time my mother was only three years old. When my mother was only six or seven years old her mother died and since then my grandmother raised my mother in her arms. '

## MUSLIM SERVICE ASSOCIATION

One of Bangabandhu's school teachers established an organization named Muslim Service Association, whose members used to help the poor talented boys by collecting paddy, rice, money from door to door.

Bangabandhu was one of the activists of that organization. It is known about his generosity that he had to buy a few umbrellas every month because he used to give his umbrellas to the poor students who did not have the ability to buy one.

## THE FIRST REVOLUTION

'At the teenage he was very aware of human rights. Once, the Chief Minister of the United Bengal Sher-e-Bangla visited Gopalganj and his school. At that time, Sheikh Mujib, a brave teenager, complained him about influx of rain water through the damaged roof of the school building during the rainy season and managed to earn the promise to repair it which attracted the attention of everyone, "said Sheikh Hasina in the book 'Sheikh Mujib My Father'.

## পাকিস্তান শাসনামল

১৯৪৭ সাল। ইতিহাসের এক অনন্য বছর। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে খণ্ডিত হয়ে গঠিত হলো ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতাদানের কথা ঘোষণা করার পরপরই বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজের 'সিরাজদ্দৌলা হলে' ছাত্র ও যুবনেতাদের নিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। ওই সভায় তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে যেতে হবে। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এ স্বাধীনতা সত্যিকার স্বাধীনতা নয়। বাংলার মাটিতে নতুন করে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। মুসলিম লীগের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি ও পশ্চিমা প্রাধান্য থেকে আমার এই আশঙ্কা হচ্ছে।' ('বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থ থেকে নেওয়া)

## আওয়ামী মুসলিম লীগ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের প্রবল বিরোধিতার মুখে অগণতান্ত্রিক নীতির প্রতিবাদে রোজ গার্ডেনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগবিরোধী প্রথম রাজনৈতিক কর্মি সম্মেলন। পরে সেখানেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এর যুগ্ম সম্পাদক। শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলে। তাঁর বিপ্লবী নেতৃত্ব ও মহান আত্মত্যাগের কথা বিবেচনা করে তাঁর অনুপস্থিতিতেই নবগঠিত দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় তাঁকে। পরে নামকরণ করা হয় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

## ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে ছিলেন। ১৯৫০ সালে নিরাপত্তা আইনে হন কারাবন্দি। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারিতে গঠিত সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ সভায় জননেতা শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গৃহীত হয়েছিল একটি প্রস্তাব। কয়েক মাস ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন শেখ মুজিব। চিকিৎসার জন্য সরকার ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে স্থানান্তরিত করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মুক্তির দাবিতে অনশন ধর্মঘট করবেন, এ কথা শেখ মুজিব জানিয়ে দিয়েছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারিতে মুক্তিদান করে জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৫২ সাল মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামের শুরু হয়েছিল, এর শহিদের রক্তধারা সেই আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে

## PARTICIPATION IN POLITICS

He came in contact with Huseyn Shaheed Suhrawardy while studying at Islamia College in Kolkata. There he got actively involved in the hallway monument movement. From this time his active participation in politics began.

## LIFE IN PRISON

Bangabandhu was imprisoned for a total of 4682 days throughout his life. Of these, 7 days in the British period and 4675 days in Pakistan regime. Bangabandhu went to jail for the first time during his student life in1938.

## PAKISTAN REGIME

1947 is a unique year in the history. Dividing the British-ruled India into two separate countries India and Pakistan were formed on the basis of 'Two-nation' theory. On June 3, shortly after the British government announced the separation and independence of India and Pakistan, Bangabandhu met with students and youth leaders of the 'Sirajddaula Hall' of Islamia College.

At that meeting, he said, "For the freedom struggle, we must go to the holy land of Bengal." Because I fear that this freedom is not true freedom. We have to start a new struggle on the soil of Bengal. I am afraid of the bourgeois psyche and Western dominance of the Muslim League. " (Taken from the book Bangabandhu Sheikh Mujib)

## AWAMI MUSLIM LEAGUE

The first political meeting against the ruling Muslim League was chaired by Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani in Rose Garden in protest against the undemocratic policies on June 23, 1949 in the face of strong opposition from the ruling Muslim League government. Later, electing Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani president and Shamsul Haque general secretary East Pakistan Awami Muslim League was formed. During the formation of the political party Sheikh Mujibur Rahman was in jail. However, considering his revolutionary leadership and great sacrifice, he was elected joint secretary of the newly formed party which was later named All Pakistan Awami Muslim League.

নিয়ে গিয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং এর চরম ও পরম লক্ষ্য গণতন্ত্র ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলনে জয়যুক্ত হয়ে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অর্জন প্রকৃত স্বাধীনতা এবং পৃথিবীর বুকে অভ্যুদয় ঘটে বাংলা ভাষাভিত্তিক প্রথম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

## সাধারণ নির্বাচন

১৯৫৪ সালের মার্চে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে– এই মর্মে সরকার ঘোষণা করে। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী, ১৪ জন সদস্যের মধ্যে। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিব সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে জননেতা শেখ মুজিব পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জ্ঞাপন করে বলেন:
'Give us full religion autonomy... Write down that Bengali will be one of the state languages...' Avil বলেন, 'We want to speak in Bengali here whether we know any other language on not it matters little for us... It that is not allowed, We will live the House but Bengali should be allowed in this House; that is our stand.'

## ঐতিহাসিক ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ১ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত সামরিক শাসনোত্তর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে গ্রহণ করা হয় ঐতিহাসিক ছয় দফা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন। এই সম্মেলনে ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সুচিন্তিতভাবে গ্রহণ করা হয় ছয় দফা কর্মসূচি। এ কারণে ছয় দফাকে স্বাধিকার সনদ বলা হয়।

## ঐতিহাসিক ছয় দফা নিম্নরূপ

১. সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সার্বভৌম সংসদসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার।

২. দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে অবশিষ্ট সব বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে।

৩. দেশের দুটি অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রা থাকবে।

## THE LANGUAGE MOVEMENT OF 1952

Sheikh Mujibur Rahman was in jail on February 21. He was imprisoned under the Security Act 1950. A resolution was adopted demanding the release of Sheikh Mujib by the leaders of the all-party Central State-language Working Committee, held on January 31, 1952. Meanwhile Sheikh Mujib was suffering from heart disease for months.

He was shifted to Dhaka Medical College Hospital on February 12 for treatment. There he secretly met the student leaders and gave them necessary instructions for taking the language movement forward. He also informed them that he would go on a hunger strike from February 16 demanding release of the political prisoners. After the successful language movement Sheikh Mujibur Rahman was released on February 26. Although it was a cultural movement in 1952, the importance of language movement is immense in the political history of Pakistan. The bloodshed of the language movement martyrs played a vital role in transforming the movement into a nationalist movement which finally turned into a movement of establishing democracy and liberty. After the victory of the independence movement under the strong leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh became the first country based on a language for the first time in the thousand years of world's history.

## GENERAL ELECTION

In March 1954, the government announced that elections would be held in East Pakistan on the basis of adult's mandate. The first general election was held in East Pakistan on March 10, 1954. Sheikh Mujibur Rahman contested in that election and was elected Member of Parliament. He was also elected as the youngest minister of the cabinet consisting of 14 members. Sheikh Mujib was elected a member of the Pakistan People's Assembly in the year 1955. In the People's Assembly the same year, demanding full autonomy and state language Bangla Sheikh Mujib said:
'Give us full regional autonomy... Write down that Bengali will be one of the state languages...', he also said 'We want to speak in Bengali here whether we know any other language or not it

৪. কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশলাভ করবে।

৫. কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে মিল রেখে আঞ্চলিক সরকারগুলো বিদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে এবং যে কোনো বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনা করতে পারবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে।

ছয় দফাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। অতীতের অগণতান্ত্রিক শাসন যেন আর প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেজন্য প্রথম দফাতেই পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল– 'লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।'

## আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৮ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে মিথ্যা নামকরণ দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ থাকলেও তাঁকে করা হয় প্রধান আসামি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উনসত্তরের গণআন্দোলনকে রূপান্তরিত করে গণঅভ্যুত্থানে। সেই সঙ্গে শেখ মুজিবকে প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব পাকিস্তানের একক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে।

## গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে শপথ গ্রহণ করে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারিতে গণতন্ত্র, বন্দিমুক্তি ও ছাত্রসমাজের দাবি আদায়ের ভিত্তিতে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। ১৪ জানুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১১-দফা কর্মসূচি। ২০ জানুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুরোনো কলা ভবন ও বর্তমানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন ইনস্টিটিউটের সম্মুখে রাস্তায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের একপর্যায়ে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টরের গুলিতে নিহত হন আসাদুজ্জামান আসাদ। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সারাদেশে উত্তাল গণবিক্ষোভে উত্তপ্ত স্লোগান: 'জেলের তালা ভাঙবো; শেখ মুজিবকে আনবো, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নাও, তুলে নাও; জাগো জাগো, বাঙালি জাগো'। ২১ ফেব্রুয়ারি শেষ প্রহরে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয় শেখ মুজিব ও তাঁর সহবন্দিদের।

matters little for us... If that is not granted we will leave the House but Bengali should be allowed in this House; that is our stand.'

## HISTORIC SIX-POINT-MOVEMENT

At the Awami League Council session of Dhaka on March 1, 1966, the historic six-point proposal was adopted as a demand for survival of Bengali nation. A conference of opposition parties was held in Lahore on February 7 and 8 where Sheikh Mujibur Rahman presented the six-point charter. The six-point charter was carefully considered for the economic emancipation and overall progress of the Bengali nation. That is why it is called the Charter of Rights.

### The historical six-point proposals are as follows:

1. The government of the parliamentary system, including the sovereign parliament, must be established on the basis of universal adult franchise.
2. The State will have absolute authority in all matters remaining in the hands of the Central Government for the protection of national and foreign affairs.
3. There will be two separate but free interchangeable currencies for two regions of the country or one currency for the entire country.
4. The central government will receive a certain share of the revenue of the regional government.
5. In line with the foreign policy of the central government, the regional governments can send foreign trade representatives and execute any trade agreement.
6. In order to preserve regional solidarity, the governing bodies should be given the authority to form a paramilitary or regional army under their own authority.

An analysis of the six points shows that the purpose was to establish the Eastern Provincial Autonomy. In the first phase it was clearly stated that the parliamentary and federal government would be established on the basis of the Lahore proposal.

## AGARTALA CONSPIRACY CASE

In 1968, Bangabandhu Sheikh Mujib was charged with false Agartala conspiracy case.

## 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দানের প্রস্তাব করলে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনসমুদ্র বিপুল করতালিতে তা সমর্থন করে।

## সাধারণ নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচন বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়লাভ করে জাতীয় পরিষদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্লোগান ছিল– 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা', 'তোমার নেতা, আমার নেতা– শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির অবিসংবাদিত নেতারূপে প্রমাণিত হন। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শপথনামা পাঠ করান।

## ৭ মার্চ ১৯৭১

বাঙালি জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ৭ মার্চ এক ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় দিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণা সৃষ্টিকারী ভাষণগুলোর অন্যতম ৭ মার্চের ভাষণ। বাঙালির হাজার বছরের ইতহাসে বাঙালি জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানুষের মর্যাদা নিয়ে বিশ্বসভায় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে এই ভাষণে। আব্রাহাম লিঙ্কনের ১৮৬৩ সালে প্রদত্ত বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতার সঙ্গে তুলনীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতির উদ্দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিক-নির্দেশনামূলক ৭ মার্চের ভাষণ। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বিশাল জনসভায় সমবেত মুক্তিপাগল দেশবাসীকে 'ভাইয়েরা আমার' বলে তিনি সম্বোধন করেন। ভাষণের শুরুতে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়।' মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক, মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই আহ্বানের জন্য ৭ মার্চের ভাষণকে 'ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স' হিসেবে

Though there were many other accused in this case, he was made the main accused. However, the Agartala Conspiracy Case transformed the mass movement of 1969 into a mass uprising and also established Sheikh Mujib as the sole nationalist leader of East Pakistan.

## MASS UPRISING

The agitating students of East Bengal took oath to launch a mass movement against the dictatorial regime of Pakistan, centered on the Agartala conspiracy case. On January 6, 1969, the All-Party Chhatra Sangram Parishad was formed on the basis of the demands of democracy and release of political prisoners. On January 16, an 11-point program was adopted by the Chhatra Sangram Parishad. On January 20, students brought out massive procession violating the Section 144 which ended up in a student-police clash. During the clash a student named Asaduzzaman Asad was shot dead by a police inspector in front of old Kala Bhaban, now the Postgraduate Medicine Institute. As the news spread, students throughout the state burst into protest. Student came out of home and held countrywide procession and rally chanting slogans like "We will break the lock of prison and Bring Sheikh Mujib out. Withdraw the Agartala Conspiracy Case. Wake up, Bengali, wake up." Eventually in the last hours on February 21, the Pakistani rulers were forced by the mass up-rise to release Sheikh Mujib and his comrades unconditionally.

## THE TITLE 'BANGABANDHU'

On 23th February, 1969, Sheikh Mujibur Rahman was given the title 'Bangabandhu'. Tofail Ahmed, convener of the all-party student struggle council, endorsed Sheikh Mujib with the title "Bangabandhu" on behalf of the people of East Pakistan at the Racecourse ground where tens of thousands of people present at the rally applauded the title.

## GENERAL ELECTION

The general election of 1970 was an unprecedented event in the world's democratic history. Awami League secured a single majority in the National Assembly by winning 167 seats of 169 in East Pakistan. In the election the slogans of Awami League were 'Padma Meghna

অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত। ঘবংি বিবশ পত্রিকা ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল সংখ্যায় ভাষণটির জন্য বঙ্গবন্ধুকে Poet of politics বলে আখ্যায়িত করেছিল। ২০১৭ সালের অক্টোবরের শেষে ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে ডকুমেন্টারি হেরিটেজ অর্থাৎ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

## বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালির স্বাধীনতা ইতিহাসের ভয়াল এক রাত। ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। এই রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অন্ধকারে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালির ওপর। ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষারূপ দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি যে বাণী প্রদান করেন তার অংশবিশেষ এরূপ:

'This may be my last message from today Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you may be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

## বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগর থেকে শপথ গ্রহণ করা হয়। বৈদ্যনাথতলাকে মুজিবনগর নামকরণ করা হয়। মুজিবনগর হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১১ এপ্রিল বেতারের মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। ১১টি সেক্টরে পুরো বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়। কর্নেল এমএজি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে রেখে ১১ আগস্টে তাঁর বিচার শুরু করে সামরিক আদালতে। আন্তর্জাতিক চাপে তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করা হয়।

## স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন প্রিয় মাতৃভূমিতে। একই দিনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

## সংবিধান

১২ জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। বিচারপতি আবু সাঈদ মনোনীত হন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত

Jamuna, your and my address', 'Your leader, my leader, Sheikh Mujib, Sheikh Mujib'. In this election, Bangabandhu Sheikh Mujib proved to be the undisputed leader of Bengal. Bangabandhu Sheikh Mujib read the affidavit to the elected members of the Awami League National and Provincial Council in presence of more than one lac people at a large public meeting held on January 3, 1971 at Ramna Racecourse Ground.

## MARCH 7

March 7 is a historic and unforgettable day in the history of the independence struggle of the nation. March 7 speech is one of the most motivating speeches in the struggle for independence in different countries across the world. The speech depicted the lust of Bengali nation for living independently with dignity in the world. The epic speech by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on March 7 givign necessary advice and direction for carrying out the liberation war is comparable to the famous Gettysburg speech given by Abraham Lincoln in 1863.

Bangabandhu addressed the freedom lover people attending the historic public meeting, as ' Brothren of mine.'

At the beginning of the speech, he declared, "Today the people of Bengal want liberation; the people of Bengal want to live."Organize struggle council led by Awami League at every village and city areas and be prepared with that, remember when we gave blood, we will give more blood to make the people of this country free, Inshallah. This time the struggle is our struggle for liberation, this time the struggle is for freedom. " For this call for freedom-struggle, it is reasonable to consider the March 7 speech as 'Declaration of Independence'. The renowned News Week magazine termed Bangabandhu as 'Poet of Politics' for the speech in a cover story published on April 7, 1972. At the end of October 2017, UNESCO recognized the March 7 speech as a 'documentary heritage'.

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF BANGLADESH

The night of 25 March 1971, is the most brutal and vicious night in the history of the world. On this night, Pakistani invaders launched attack on innocent Bengalis in the darkness like a hyena and killed thousands of people. Before being

হন শেখ মুজিবুর রহমান। শুরু হয় সংবিধান তৈরির কাজ। ১৯৭২ সালে সংবিধান চূড়ান্ত রূপ নিলে চালু হয় চার রাষ্ট্রীয় নীতিমালা:

ক. ধর্মনিরপেক্ষতা
খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ
গ. গণতন্ত্র
ঘ. সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রণীত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান।

## প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে জাতির পিতা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যার সময়কাল ছিল ১৯৭৩-১৯৭৮।

## জুলিও কুরি শান্তি পদক

১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডিয়াম সম্মেলনে 'বিশ্বের জনগণের সংগ্রামের অনন্য সহযাত্রী শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাচেতনার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ কর্তৃক ভূষিত হন 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে।

## জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু

১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। ১৩৬ নম্বর সদস্য হিসেবে ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে ভাষণ দেন, যা ছিল শান্তিকামী উন্নত আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সপক্ষে একটি স্মরণীয় দলিল।

## বাকশাল

১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের আদেশ জারি করেন। শোষিতের গণতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাকশাল গঠনের আছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

## জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। পরম শোকের দিন। তাঁর হত্যাকারীরা দিনক্ষণ এমনভাবে নির্ধারণ করেছিল যাতে কেউ ধরতে না পারে। ঘাতকরা তাঁর পুরো পরিবারকে হত্যা করে নির্মমভাবে। শেখ নাসের মৃত্যুর আগে পানির জন্য চিৎকার করতে থাকলে তাঁকে পানির বদলে গুলি করে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বিবরণ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষীদের অনেকেই দিয়েছেন।

arrested in late hours of the night, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared independence of the nation by giving hope to the nation. Here is a part of the message that he proclaimed in Bangladesh's independence:

'This may be my last message. From today Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you may be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

## THE LIBERATION WAR OF BANGLADESH

The government of People's Republic of Bangladesh was formed under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. On April 17, the temporary government was formed formally by taking oath. Baidyanathala was named as Mujibnagar and declared as the temporary capital of Bangladesh. Prime Minister Tajuddin Ahmed on April 11 urged the countrymen through wireless to participate in the war. The entire land of Bangladesh was divided into 11 battle sectors. Colonel MAG Osmani was assigned as the chief of Liberation Force. Imprisoned in Pakistan Bangabandhu was facing a trial on August 11 in a military court where he was awarded death sentence. Under immense international pressure, his death sentence was suspended.

## RETURNING HOME

Sheikh Mujib returned to his beloved mother land on January10, 1972. He took over as President of Bangladesh the same day.

## CONSTITUTION

Parliamentary democracy was established on January 12. Justice Abu Saeed was nominated President and Sheikh Mujibur Rahman was elected Prime Minister. The formulation of constitution was commenced. In 1972, when the constitution was finalized the four-point preamble was introduced. These are as follows:

A. Secularism
B. Bengali nationalism
C. Democracy
D. Socialism.

## শেখ ফজিলাতুননেছার অবদান

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

–কাজী নজরুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধুর জীবনে 'বিজয় লক্ষ্মী নারী' হিসেবে এসেছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব। জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখার ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা ও উৎসাহ ছিল তাঁর। কারাগারে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর মনোবল দৃঢ় রাখতে সহায়তা করতেন তিনি। নিজ সম্পত্তি দিয়ে স্বামীকে সাহায্য করতেন। প্রয়োজনে আসবাবপত্র, অলংকার বিক্রি করেও পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। হয়ে উঠেছেন বাঙালি জাতির মমতাময়ী মা।

## সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

২০০৪ সালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে খুঁজে বের করে বিবিসি। যাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বেঁচে আছেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। বেঁচে থাকবেন অনাদিকাল।

## তরুণদের শেখ মুজিবুর রহমান

তরুণদের উজ্জীবিত করার মাধ্যমে ঈর্ষণীয় এক অগ্রগতির মূলমন্ত্র শিখিয়ে গেছেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি, প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতায় দীক্ষিত। তিনি যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বারবার বলে গিয়েছিলেন, আজ আমরা সেই মুক্তির অর্জনের পথে। তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন, থাকবেন।

লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স

## FIRST FIVE YEAR PLAN

After achieving political independence, father of the nation adopted the first five-year plan to achieve the economic emancipation of the people of poverty-stricken Bangladesh. The period of the plan was 1973-1978.

## JULIO CURIE PEACE AWARD

Sheikh Mujib was awarded 'Julio Curie Peace Award' at the Presidium Conference of the World Peace Council in Santiago, the capital of Chile, on October 10, 1972, ', as a unique fellow of the struggle of the world's people, for his political, social and economic thinking".

## BANGABANDHU AT THE UNITED NATIONS

Bangladesh received UN membership on September 17, 1974. Bangabandhu addressed the United Nations in Bengali on September 25 as the 135th member, which was a memorable document on building a peaceful international society.

## THE BAKSHAL

On February 24, 1974, Bangabandhu issued the formation of Bangladesh Krishak Sramik Awami League (Bakshal). There is a historical context of the formation of Bakshal in order to establish democracy for exploited people and an exploitation free society.

## THE WORST KILLINGS

August 15, 1975, is the most disgraceful day in the history of the nation. In the early hours on the day Bangabandhu and his entire family were killed ruthlessly. The killers chose the timing as no one could catch them. Before his death Bangabandhus's brother Sheikh Nasser wanted some water but the killers shot him dead instead of giving water. Many of the witnesses of Bangabandhu murder case have given heart-touching details of the brutal murder of Bangabandhu and his family.

## CONTRIBUTION OF SHEIKH FAJILATUNNESA

'All the great things everlasting on the earth
Half of them is created by women; the other half is created by men.

- Kazi Nazrul Islam

Bangamata Sheikh Fajilatunnesa Mujib came as a 'Vijay Lakshi' in Bangabandhu's life. She was the main motivator and inspiration in writing 'The unfinished Autobiography' of the Father of the Nation. She met Bangabandhu in the jail to help him keep the morale strong. She helped her husband with her property. She stood beside Banngabandhu even by selling valuables like furniture and ornaments when needed. She grew up as mother of the Bengali nation with her immense sacrifices and contributions for the sake of the nation's independence.

## THE GREATEST BENGALI OF ALL TIME

In 2004 BBC conducted survey to find out the great Bengali personalities in the history. Bangbandhu topped the list of 20 greatest Bengali scholars and became the Greatest ever Bengali of all time in the history. He lives in the heart of every Bengali and will live forever.

## SHEIKH MUJIBUR RAHMAN TO THE YOUTH

The life of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of Bengali nation and the architect Bangladesh, has been a great inspiration for the youth of the country. He taught the youth how to enrich the country through dedication, innovation and sacrifice. The present young generation is endowed with immense courage, extraordinary leadership qualities, wisdom and foresight of Bangabandhu. Holding the ideology of Bangabandhu the nation is on the way to achieving the economic emancipation of Bangladesh that he repeatedly said in his lifetime. Bangabandhu lives in the heart of young generation and will live forever.

Author: Student, Dhaka School of Economics

Translated by Mizanur Rahman Yousuf

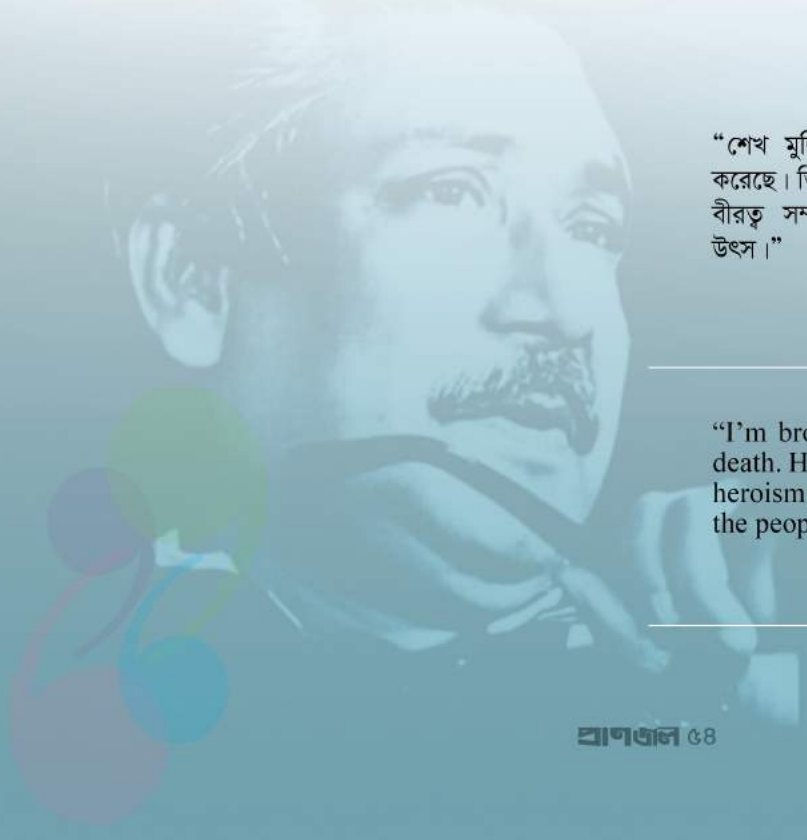

"শেখ মুজিবের মৃত্যুর খবর আমাকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তাঁর অসামান্য বীরত্ব সম্পূর্ণ এশিয়া ও আফ্রিকার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।"

ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

"I'm broken by the news of Sheikh Mujib's death. He was a great leader. His extraordinary heroism has been a source of inspiration for the people of Asia and Africa."

Indira Gandhi
Former Prime Minister of India

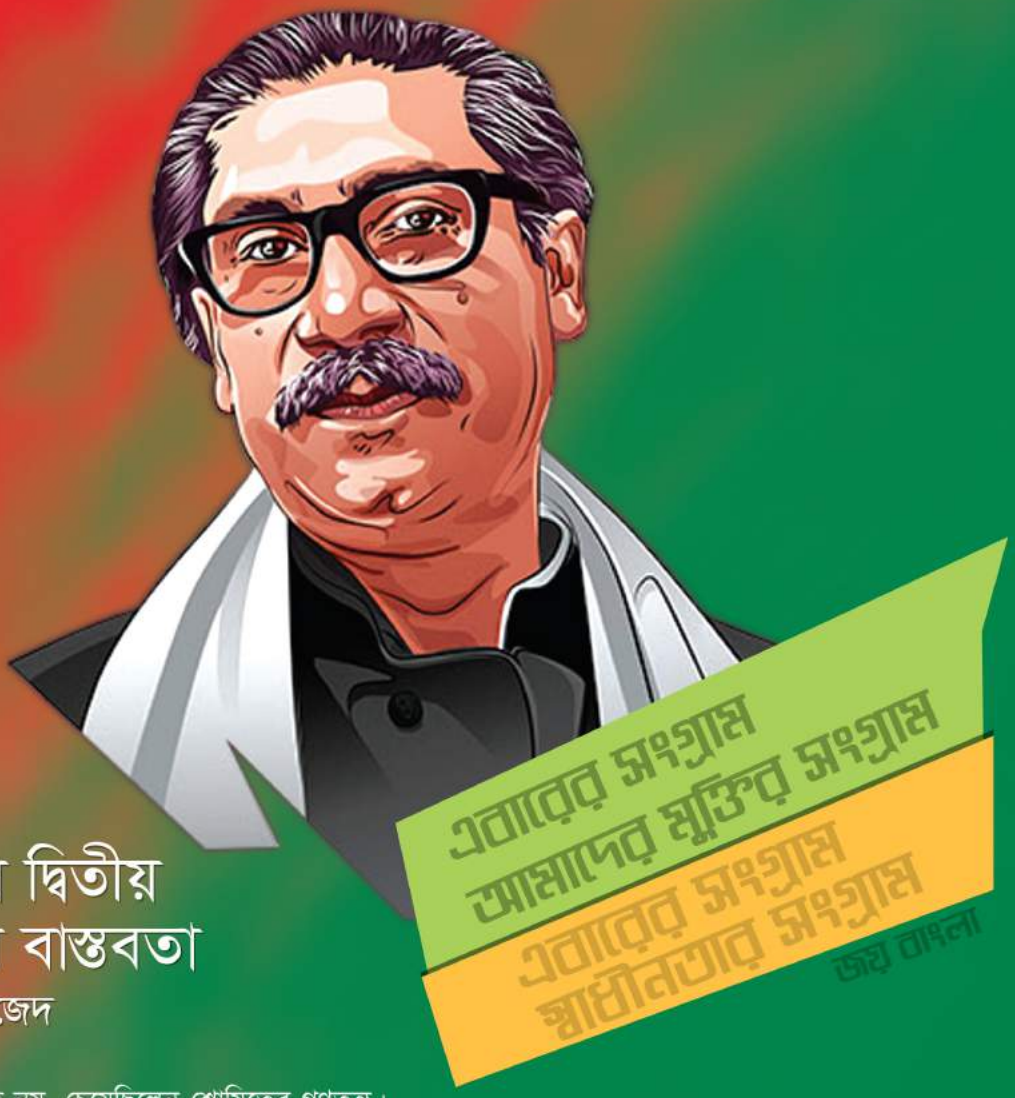


# বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের বাস্তবতা

জাফর ওয়াজেদ

শোষকের গণতন্ত্র নয়, চেয়েছিলেন শোষিতের গণতন্ত্র। আর এই চাওয়াকে কার্যকর করার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি রাজনীতি করেছেন দুঃখী বাঙালির মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে পরিশ্রম করেছেন শোষণহীন সমাজ কায়েমের জন্য। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি দিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাঁকে হত্যা করে সে সম্ভাবনা ধ্বংস করে দেয় ষড়যন্ত্রকারীরা। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তার প্রকৃত প্রারম্ভ দেখা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিপ্লবকে বিচার করতে হয় সময়ের প্রেক্ষাপটে তত্ত্ব ও বাস্তবতার নিরিখে। এটা তো বাস্তব যে, দ্বিতীয় বিপ্লবের উৎস থেকে বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দাঁড় করাতে পারলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের স্বরূপ চিহ্নিত করা যায়।

# REALITY OF BANGABANDHU'S SECOND REVOLUTION

Zafar Wazed

Bangabandhu envisioned not the democracy of the exploiter but the democracy of the exploited. To implement his dream, he announced programmes of second revolution. He did politics for bringing smiles to the faces of the distressed people of the country.

শোষকের গণতন্ত্র নয়, চেয়েছিলেন শোষিতের গণতন্ত্র। আর এই চাওয়াকে কার্যকর করার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি রাজনীতি করেছেন দুঃখী বাঙালির মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে পরিশ্রম করেছেন শোষণহীন সমাজ কায়েমের জন্য। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি দিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাঁকে হত্যা করে সে সম্ভাবনা ধ্বংস করে দেয় ষড়যন্ত্রকারীরা। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তার প্রকৃত প্রারম্ভ দেখা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিপ্লবকে বিচার করতে হয় সময়ের প্রেক্ষাপটে তত্ত্ব ও বাস্তবতার নিরিখে। এটা তো বাস্তব যে, দ্বিতীয় বিপ্লবের উৎস থেকে বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দাঁড় করাতে পারলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের স্বরূপ চিহ্নিত করা যায়।

১৯৭৪ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সদর্পে উচ্চারণ করেছিলেন, 'বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের দলে।' তিনি তাই শোষিতের গণতন্ত্রের পক্ষে নিজের, দলের এবং দেশের অবস্থানকে দৃঢ় করেছিলেন। তাঁর জীবনচরিত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাপক বাঙালি জনগণের স্বার্থ রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড অবিচল গতিতে এগিয়েছে সব সময়।

ছয় দফার সংগ্রাম থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সম্পূর্ণ কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হয়েছে মেহনতি বাঙালি জনগণের স্বার্থে। বাঙালি মধ্যশ্রেণি বা ধনিক-বণিকের স্বার্থ যে বঙ্গবন্ধু রক্ষা করেননি, বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কর্মসূচি ও নীতিমালা পর্যালোচনা করলেই তার প্রমাণ মেলে।

বঙ্গবন্ধুর প্রথম বিপ্লব ছিল স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে তিনি বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় বিপ্লব, সেই স্বাধীন দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি। ১৯৭২-এর ২৬ মার্চ জাতীয়করণ নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে।' বঙ্গবন্ধুর এই অঙ্গীকারই স্পষ্ট করে, স্বাধীনতার উষালগ্ন হতেই তিনি তার লক্ষ্যের প্রতি কতটা স্থিরচিত্ত ছিলেন। তাই জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় চেতনার উপযোগী পর্যায়ক্রমিক সহজ পথ। বঙ্গবন্ধুর জানা ছিল, শুধু তত্ত্বের আক্ষরিক বিন্যাস বা সূত্রের বিধিবদ্ধ প্রণালী দিয়ে বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর দেশে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির গ্রহণযোগ্য পথ নির্ণয় করা যায় না। এখানে পুরাতন আর্থ- সামাজিক কাঠামোকে ভাঙতে হলে একটা কর্মসূচিভিত্তিক ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এদেশের অতীত বামপন্থী আন্দোলন এই সহজ উপলব্ধি ধারণ করতে পেরেছিল, তা নয়।

He worked relentlessly for establishing an exploitation-free society. Bangabandhu wanted to ensure economic emancipation for the nation through the programmes of second revolution. But the conspirators wiped out the possibilities by killing him.

We have witnessed the beginning of the second revolution of Bangabandhu. This revolution has to be studied in the context of the time.

It is a reality that Bangabandhu's ideology can truly be identified if we can have an impartial evaluation of the second revolution, from its origin to the highest stage of evolution.

While speaking before the world leaders at the NAM summit at Algiers in 1974, Bangabandhu boldly said, "Today the world is divided into two halves, the oppressor and the oppressed. I am with the oppressed."

That's why; he consolidated his stance for the democracy of the oppressed.

After studying his life, it is evident that all his programmes aimed at protecting the interest of the Bengali population.

From six-point movement to his assassination in 1975, all programmes and activities of Bangabandhu were directed to serve the interest of the toiling masses of the country.

After reviewing the post-liberation programmes and policies, it becomes clear that Bangabandhu did not protect the interests of the Bengali middle-class, the rich or the bourgeois.

Bangabandhu's first revolution was independence. His second revolution was the overall emancipation of the people of that independent country.
While announcing the nationalization policy on March 26 in 1972, Bangabandhu said, "My government believes in internal social revolution. Changes have to be made to old social system. Old social structure has to be broken down and new social structure has to be constructed to meet the demand of time."

The commitment of Bangabandhu makes it abundantly clear that how much he was steadfast in his goal from the dawn of independence.

বঙ্গবন্ধুর এই মৌলিক উপলব্ধি বা বোধ রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জাগ্রত ছিল, যে কারণে ছয় দফার সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতার বিজয় পর্যন্ত তিনি হাজার বছরের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে পেরেছেন। প্রমাণ করেছেন বাঙালির স্বার্থে স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্ন ভিন্ন কিছুই মানতে তিনি রাজি নন। নির্যাতন, ভয়, প্রলোভন কোনোকিছুই তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলেছেন, 'সাবেকি আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ভাঙতে না পারলে জনগণের মুক্তি আসবে না।' তাই পর্যায়ক্রমিক প্রগতিশীল কর্মসূচির ভিত্তিতে তিনি সে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রগতির আন্দোলনে বিকশিত পর্যায়টি ছিল তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপ ' শোষণহীন সোনার বাংলা' গড়ার মৌলিক কর্মসূচি। আবার, এক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব চেতনা ও অভিজ্ঞতা বর্জন করে প্রগতির নামে আকস্মিকভাবে কোনো অবাস্তব তত্ত্বাশ্রয়ী নিয়ম চাপিয়ে দেননি। জননেত্রী শেখ হাসিনা তেত্রিশ বছর আগে বলেছিলেন, 'দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল বাঙালির জনগণের মুক্তির পথনির্দেশ। বঙ্গবন্ধুর শোষণহীন সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি ছিল সুদূরপ্রসারী। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তির কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার আয়োজন ছিল তাঁর। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের সামনেও বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু তাঁর মুক্তি সংগ্রামের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, জনগণের চেতনা ও দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে যে নতুন দিকনির্দেশ দিয়েছেন, তা কোনো ছকে বাঁধা বা ধার করা পদ্ধতি ছিল না। গণতন্ত্রকে শোষিত মানুষের উপযোগী করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশের জনগণের সামনে যে কর্মসূচি তুলে ধরেছেন, তা ছিল বিশ্ব রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়।' ১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত 'দ্বিতীয় বিপ্লব' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণে শেখ হাসিনা স্পষ্ট করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও লক্ষ্য কোন পথে ধাবিত। বঙ্গবন্ধু কৃষক ও শ্রমিক অন্তপ্রাণ। তাই তিনি বিদ্যমান পদ্ধতির পরিবর্তন করে কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত দলের নামকরণ করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানোই ছিল বাকশাল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। একটি পদ্ধতি হিসেবে বাকশালের লক্ষ্য ছিল এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। যে ব্যবস্থা শোষিত মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে। দ্বিতীয় বিপ্লবকে যারা কেবলই 'বাকশাল' বলে আখ্যায়িত করেছেন কিংবা এই কর্মসূচিকে তত্ত্ব বা সংজ্ঞায় চিহ্নিত করতে প্রয়াসী

Towards achieving the national freedom, he undertook the successive easy path compatible with national spirit. It was known to him that it is not possible to chart out a path for economic emancipation of the people through a cut-and-dried formula. In order to break down the old social structure, a new programme-based continuous movement had to be created. It was surprising that this simple fact was not felt or realized by his contemporary leftist politicians of the country.

This basic conceptor perception of Bangabandhu was also switched on in case of political movement, and that was why he could successfully implement the thousand years' aspirations of the people from six-point movement to the independence. He proved that he would not comprise with anything that goes against the interest of Bangalis. Torture, intimidation and temptation, nothing could deviate him from his path.

After liberation, Bangabandhu categorically said, "People's emancipation will remain elusive unless the old social structure is broken down."

That's why; he advanced with successive and progressive programmes. This stage can aptly be termed as his second revolution.The programme to build 'exploitation-free golden Bengal' was the final step towards socialism for the liberation of the oppressed, the deprived and the exploited. Likewise, Bangabandhu did not impose any theory-based rules.

33 years ago, Sheikh Hasina said, "The second revolution was the guiding principle for the emancipation of the masses. The programmes had a far-reaching effect for building an exploitation-free Sonar Bangla of Bangabandhu. Bangabandhu's second revolution was an imitable example even for the people of the third world. He charted out the new path after taking people's aspiration, his personal experience for struggle and socio-economic condition into consideration and the formula was not a cut-and-dried one. The programmes which he threw before the people of Bangladesh to proceed towards socialism was a whole new chapter of world politics."

On October 10 in 1985, Awami League organized a seminar titled "Second Revolution" at Engineers Institution. While inaugurating the seminar, Sheikh Hasina made it clear which way Bangabandhu's ideology and goal is directed.

Farmers and workers were Bangabandhu's lifeblood. That's why; he changed the existing

হয়েছেন তারা শেখ হাসিনার বক্তব্যকে অনুধাবন করলে স্পষ্ট হতেন, তত্ত্ব-সূত্রের সনাতন বিশ্লেষণে এই কর্মসূচির মৌলিক গতিপ্রাণ বোঝা যাবে না।

শেখ হাসিনার সংক্ষিপ্ত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনার মধ্যেই 'বাকশাল' কর্মসূচি তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব বাংলার মানুষের হৃদয়ে কি মরণপণ প্রতিজ্ঞার জন্ম দিয়েছিল সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তা প্রমাণিত। ছয় দফার ভিত্তিতে তিনি জাতীয় জীবনের ঘটনা স্রোতকেই শুধু নিয়ন্ত্রণ করেননি, পুরো জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

ছেষট্টি থেকে একাত্তর পর্যন্ত এক অভিনব সম্ভাবনাপূর্ণ সময়ের জন্ম দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। জাতিসত্তায়, সমাজ ও রাজনীতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাঙালি তাঁর নেতৃত্বে নতুন ইতিহাস সৃজন করেছে। বঙ্গবন্ধু 'শোষণহীন সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রেরণা ছিল এই নাম। তিনি যা করতে চেয়েছেন, তার মূল প্রেরণা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সোনার বাংলায় দেশকে রূপান্তরিত করা। নিজের দেশ ও জাতিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল স্রষ্টা বা রূপকার যেভাবে নিজস্ব চেতনার পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন, বঙ্গবন্ধুও সেভাবেই তাঁর দেশ ও জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের আদর্শ পরিমণ্ডল গড়েছেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন অতীতের মতো স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও তাঁর সকল কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সরকারি আদেশ জারি করে তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। গ্রহণযোগ্য কর্মসূচীর ভিত্তিতে তিনি জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছেন। এটা বাস্তব– যে জনগণের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘকাল তিনি জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সংগ্রাম করেছেন সেই জনগণকে মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতার পর একে একে সর্বজনগ্রাহ্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন সময় ও গণচেতনার উপযোগী করে, যার ভিত্তিতে সমগ্র জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু কলেজের জীবনে মার্কস এবং এঙ্গেলসের গ্রন্থাদি পাঠ করে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; এমনটি বলা যাবে না। বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারার বিশ্লেষকরা বলেছেন, সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে খেটেখাওয়া মানুষের অভাব, অনটন, শিক্ষা, চিকিৎসার অভাব ও অত্যাচারী শোষকের হৃদয়হীনতা নিজের চোখে দেখে এবং সরকারের বিভিন্ন সময় আপাতদৃষ্টিতে কল্যাণমুখী নীতিমালা ও কার্যক্রমের ব্যর্থতা লক্ষ্য করে অবশেষে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এ দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর জীবনের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ব্যাপক জনগণের বাস্তব জীবন ছিল তার অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই তৈরি হয়েছে তাঁর পথ ও প্রক্রিয়া। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছেন ইতিহাসের রায়– বৈজ্ঞানিক

system and formed Bangladesh Krishak Sramik Awami League (BAKSAL). The main objective to form BAKSAL was to overhaul the administration of the country and turn it into a people-oriented one. BAKSAL aimed at introducing administrative system and economy based on socialism, a system will prioritize the interest of the exploited.

Many tried to portray second revolution merely as BAKSAL or tried to identify the programmes as a theory. But it will not be possible to realize the essence of the programmes through the conventional analysis of theory-formula.

The purport of the BAKSAL or the second revolution was made clear in the pithy and conclusive speech of Sheikh Hasina.

Bangabandhu instilled an inflexible resolution among the Bengalis through his charismatic leadership and it is evident through the successful freedom struggle.

He not only changed the course of the national life but also united the whole nation based on the six-point movement. A new history was created under his leadership.

Bangabandhu wanted to build an "exploitation-free Sonar Bangla. The name was the inspiration for the second revolution. He dreamt of ending exploitation for attaining economic emancipation. He was truly an architect.

He wanted to ensure people's participation in all his post-liberation programmes like before. He did not want to establish socialism trough issuing government order.

Bangabandhu wanted to attain success of concerted efforts of the people through acceptable programmes. It is a reality that he sacrificed all his comfort for liberating people and he also wanted to unite people for attaining emancipation.

After liberation, he formulated acceptable-to-all programmes one after another which were also time-befitting. It cannot be said that Bangabandhu was not imbued with the spirit of socialism after reading books of Karl Marx and Friedrich Engels.

According to the Bangabandhu analysts, he saw for himself the poverty, deprivation, inadequate healthcare facilities and cruelty of the exploiters after visiting villages of the country for a long time.

He also observed the failures of the seemingly welfare activities and policies of successive government and realized that poverty cannot be stamped out in the existing social structure.

সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের পথেই বাঙালিকে মুক্তি অর্জন করতে হবে। আদর্শের বিষয়ে আপস করে রাজনীতি করতে তিনি নারাজ ছিলেন। সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে তাঁর ক্রিয়া-কর্মের নিবিড় যোগসূত্র ছিল বলেই এবং আদর্শের জন্য যে কোনো রকম ত্যাগ স্বীকার করতে সবসময় প্রস্তুত ছিলেন বলেই তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল মূলত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে জনগণকে একটি সর্বাঙ্গীন প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার পদ্ধতি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এই দ্বিতীয় বিপ্লব একমাত্র জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সফল হতে পারত। পরিস্থিতি এমন ছিল না যে, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বকে আরও তীব্রতর করে তুলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যেখানে শোষিত জনগণ শাসক শ্রেণীর হাত নির্মূল করে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। বাস্তবে জনগণের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর গভীর পরিচয় ছিল বলেই তিনি জানতেন যে, শোষিত জনগণের রাজনৈতিক চেতনা আরও সমৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতার বিকাশ লাভ না করা পর্যন্ত শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্রতর করার কর্মকাণ্ড গ্রহণ করলে দেশে নৈরাজ্যই সৃষ্টি হবে। শোষিত জনগণের মুক্তি আসবে না। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল বিভিন্ন পদক্ষেপ ও দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল বিন্যাস ধারাটি এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য হতে পারে। তিনি জনগণের চেতনার মান অক্ষুণ্ন রেখে পর্যায়ক্রমে পুরনো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার জন্য অর্থবহ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। সমাজের সকল ক্ষেত্রে যাতে একটা পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয় এবং দ্রুত দরিদ্র শ্রেণির কর্মসূচি-গত ঐক্য ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচি সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছে। তিনি শ্রেণিসংগ্রামের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে চাননি। জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক শ্রমিককে সংগঠিত করতে যেমনি সচেষ্ট হয়েছেন তেমনি সরকারি ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় অধনবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের পথে ধনিক-বণিক শ্রেণির সম্পদ ও শ্রমের সকল মুনাফা একচেটিয়া ভোগের পথ বন্ধের ব্যবস্থা করেন। নতুন সমাজ বিনির্মাণের উপযোগী প্রশাসন, শিক্ষা, বিচার প্রভৃতি মৌলিক ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ধারা সূচনা করেন। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই মেহনতী শ্রেণির স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মূল্যায়ন জরুরি। স্বল্প পরিসরে বিশ্লেষণ করা দুরূহ যদিও, তবু তার রেশ সামনে নিয়ে আসা জরুরী। এ নিয়ে আরও পর্যালোচনা, মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হবে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি নিয়ে অযৌক্তিক নিন্দা-মন্দ, কটু সমালোচনার অন্তরালে মূলত অন্ত শূন্যতাই প্রকট ছিল। এই কর্মসূচি মূলত বাঙালির মুক্তি সনদই বলে প্রতীয়মান হয়।

লেখক: মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

Looking back on the life of Bangabandhu, it can be rightly said that he blended theory and practice for charting out his own path.

From his own experience, he realized that freedom lies in the construction of a welfare state based on scientific socialism. He was uncompromising about his ideology.

He succeeded in his politics as he was ready to sacrifice anything for his ideology and he was deeply involved with the political consciousness of the masses.

As a matter of fact, the second revolution was a way of involving the people with the activities of constructing a progressive state.

The second revolution could succeed only through the people's participation. The situation was not like sharpening the class struggle between the exploited and the exploiter where the oppressed will be able to build an exploitation-free society through annihilating the oppressor.

Bangabandhu had a deep understanding of the people's mindset. So, he knew it well that sharpening class conflict in absence of the organizational strength and the political consciousness of the oppressed will only create anarchy in the society. And the emancipation of the oppressed will remain elusive as ever.

Bangabandhu threw effective programmes for building a new society breaking down the old society in phases.

Bangabandhu directed his programmes to usher in change in all sectors of the society. He did not want to invite anarchy in the name of class struggle.

He put in efforts to organize the peasant through the programmes like nationalization and land reform. He also endeavored to shut the doors for the monopoly consumption of resources and labour by the rich.

He also attempted to bring tangible changes to administration, education and judiciary for social reconstruction. Bangabandhu ensured the interest of the working class under aegis of the state.

It is necessary to evaluate the programmes of the second revolution in the context of the birth centenary of Bangabandhu. However, it is not an easy task to analyze it in brief. More and more review, evaluation and assessment are necessary.

It will be cristal clear through the analysis that there is substance in the illogical and harsh criticism regarding the second revolution programmes. The programmes appear to be the charter of freedom for the Bangalis.

Author: Director General, Press Institute Bangladesh (PIB)
Translated by Anwar Hussain

# ইতিহাসের মহানায়ক কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু

মোল্লা জালাল

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। শুধু বাংলাদেশেই নয়, জাতিসংঘের অধীনে বিশ্বের ১৯৫ টি দেশে পালন করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই মহাযজ্ঞ। বিরোধীরা যা বলে, তাতে তিনিতো একজন তুচ্ছ মানুষ। আওয়ামী লীগ শুধু এ মানুষটিকে বড় করে দেখাতে চায়। এ কথা জিয়াউর রহমানের জামানা থেকে শুনে আসছি। এদেশের মানুষকে শোনানো হয়েছে। এখনো তারেকের মতো অনেক নালায়েক বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কটূক্তি করে বেড়ায়। যদিও তার বাপের সাহস হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে তারেক কেন এই বেয়াদবিটা করে। সহজ উত্তর প্রতিহিংসায়। কিন্তু গোটা পৃথিবীর মানুষের মনেতো প্রতিহিংসা নেই। তাই তারা বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া এই ক্ষণজন্মা মানুষটিকে সম্মান করে। তাঁদের মূল্যায়নে বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র বাংলাদেশের নয়, তিনি গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে এক কিংবদন্তি, অনুশীলনীয় আদর্শ। কারন হচ্ছে, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের এই ভূখণ্ডের মানুষ হাজার বছর ধরে জাতিসত্তার স্বকীয়তার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছে। যদি মোগল আমল থেকেও ধরা হয় তা হলেও দেখা যায়, রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার বিবেচনায় সেই ঈশা খাঁ থেকে শুরু করে পাকিস্তানের মোনায়েম খাঁ পর্যন্ত সকল শাসক পঙ্গপালের মতো এই বঙ্গভূমিকে বেশুমার লুটপাট করেছে।

# Bangabandhu A CHARISMATIC LEGENDARY LEADER

Molla Jalal

Apart from Bangladesh, the birth centenary of Bangabandhu is being celebrated in 195 countries under the United Nations. A question that naturally pops up in mind: what is the point of such grand celebration?

The opponents say that he was a very simple person but Awami League wants to glorify him. We have been hearing this since Ziaur Rahman's period. The countrymen have been made to hear such thing. Many immature people like Tarique Rahman defame Bangabandhu. Why does Tarique defame Bangabandhu? The answer is very simple- vengeance. However, people of the whole world are not vengeful. That's why; they revere the charismatic leader. In their evaluation, Bangabandhu is not only a legend and imitable figure for Bangladesh but also for the whole world.

নানা কায়দায় বাঙালি জাতিসত্তার বিনাশ করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত কেউ সফল হয়নি। অপরদিকে বাঙালি তার মান-মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতেও পারেনি। কোনো না কোনো পর্যায়ে সমঝোতা করতে হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঈশা খাঁ এক অসীম সাহসী বীর যোদ্ধা হিসেবে মোগলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও এক পর্যায়ে তিনি ভাটির রাজা হিসেবে মোগলদের কাছ থেকে 'মসনদে-আলা' খেতাব নিয়ে সমঝোতা করতে বাধ্য হন। তিনি পারেননি বাঙালি জাতিকে তার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। ঈশা খাঁর বংশধররাও পারেনি। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজোদৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস কারো অজানা নেই। ইঙ্গ-ফরাসি-পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিদের নানা রকমের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বীর বাঙালির বীরত্বগাথার অনেক লড়াই-সংগ্রামের 'গল্প' ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। যুগে যুগে বাঙালি হয়েছে প্রতারিত। সর্বশেষ প্রতারণার নাম পাকিস্তান। ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান শেখ মুজিব। তার আগে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনেও তিনি ছিলেন অগ্রসেনানি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শুরু করেন জীবনপণ লড়াই। সোহরাওয়ার্দীর অবর্তমানে আন্দোলনের সকল দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে। টানা তেইশ বছর ধরে বিরতিহীন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাঙালি জাতির মনে দুর্দমনীয় সাহস সঞ্চার করেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গোটা জাতি প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায় জুলুম আর জালেমের বিরুদ্ধে। আর এই সাহসী সংগ্রামের আপসহীন নেতা হিসেবে তিনি হয়ে যান সব মানুষের 'বঙ্গবন্ধু'। ১৯৫২, ৫৪, ৬২, ৬৬, ৬৯ এবং ৭০ সালের ঘটনা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের একেকটি মাইলফলক। ৭১'সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করে বিশ্বের মানচিত্রে বাঙালি জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

যে মর্যাদার জন্য বাঙালি হাজার বছর ধরে সংগ্রাম করেও সফল হয়নি। তাই ইতিহাস কয়, মুজিব যখন ধরলো হাল পাল্টে গেল সর্বকালের। এ কারণেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্য। তিনি আজ ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এক বিশাল বাংলাদেশের স্থপতি। বাঙালির হাজার বছরের লড়াই-সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের মহানায়ক। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের ১৯৫টি দেশে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হবে 'মুজিব জন্মশতবর্ষ'। বীর বাঙালির অর্জন ভাষা

Because, the people of this deltaic region have been waging struggle for a long time for self-determination. Each and every ruler, from Mughal to Pakistan period, plundered the Bengal and devised many strategies to wipe out Bengali nationalism. However, none of them succeeded in the attempts.

On the other hand, Bangalees could not stand upright dignity. At some point, they had to compromise. History testifies that Isa Khan (1529-1599) who throughout his reign resisted the Mughal empire invasion had to compromise with receiving the title Masnad-e-Ala.

The dream of independence for Bangalees was dashed to pieces through the defeat of Siraj-ud-Daulah in the Battle of Plassey on 23 June 1757. The battle helped the East India Company seize control of Bengal. Over the next hundred years, they seized control of the entire Indian subcontinent and Myanmar.

The Bangalees were deceived from time to time. The last edition to the deception was Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman rose up against Pakistani rule in 1948. Prior to that, he was also a front runner during the anti-British movement and movement against the partition of Bengal.

After partition in 1947, Sheikh Mujib along with Huseyn Shaheed Suhrawardy embarked on a struggle for establishing the rights of the Bangalees. In absence of Suhrawardy, he shouldered the responsibility and spearheaded the relentless movement for 23 years. Thus he instilled the indomitable spirit in the Bengali nation.

Under his courageous leadership, the whole nation rose up against tyranny and the tyrants.

Sheikh Mujib became Bangabandhu to the people for his uncompromising struggle.

Bangabandhu steered the nation to victory and established the dignity of Bengali nation after defeating Pakistani occupation forces in 1971. UNESCO has recognized the historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as part of the world's documentary heritage.

Bangabandhu is the architect of Bangladesh with an area of 56,000 square miles. He is the great hero of glorious struggle of Bangalees.

আন্দোলনের ইতিহাস অমর ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ সারাবিশ্বে 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস'। বাংলা ভাষা এখন ব্রিটিশদের ঐতিহ্যবাহী লন্ডনের দ্বিতীয় কথ্য ভাষা।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হতো। সে সময়ে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কোনো উপায় ছিল না। পাকবাহিনী গোটা দেশটাকেই ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছিল। বঙ্গবন্ধু দিশাহারা হয়ে ছুটছিলেন, কীভাবে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায়, দেশটাকে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালে ইতিহাসের নজিরবিহীন বর্বরতায় বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। '৭৫ থেকে ২০২০ সাল ৪৫ বছর। এর মাঝে কুড়ি বছরের বেশি সময় গেছে দেশটাকে লুটেপুটে খাওয়ার মহোৎসবে। '৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সরকার গঠন করলে নতুন যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ৫ বছর পর আবার ব্যাঘাত ঘটে। ২০০১ সালে আবার লুটের রাজ্যে পরিণত হয় বাংলাদেশ। এর পরে ১/১১ এর অধীনে। ২০০৮ সালে আবার আওয়ামী লীগ মহাজোট করে ক্ষমতায় আসে। বলা যায় এখান থেকেই শুরু। ২০০৮ থেকে ২০২০-এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ আজ কোথায় চলে গেছে, দেশের বাইরে না গেলে কারো পক্ষেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বিশ্বের এমন কোনো দেশ বা জাতি নেই যারা আজ বাংলাদেশকে জানে না, চেনে না। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রমাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। সে হিসেবে সমৃদ্ধির এই যাত্রা মাত্র ১৫ বছরের। এই সময়ে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বে নজিরবিহীন। পনের বছরে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে বলেই আজ এদেশের স্থপতি জাতির-জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আজ কোথায়, একটু মূল্যায়ন করলেই পরিষ্কার হবে। মানুষের জীবনতো বায়বীয় কিছু না। অথবা শুধু স্বপ্ন নয়। যদি তর্কের খাতিরে বাংলাদেশকে এখনো গরিব দেশ হিসেবে ধরে নেই তাহলে মূল্যায়ন করা দরকার কতটা গরীব ? বাংলাদেশে কি নাই, বাঙালিরা কি পায় না, কি খায় না বা কি পরে না। বাংলাদেশের মানুষের কোন সাধ আহ্লাদটি অপূর্ণ। এসব বিষয়ের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৪৯ বছর আগে যে দেশের মানুষ একবেলা খাবারের জন্য অমানুষিক শ্রম বিক্রি করতো সে দেশের মানুষ আজ স্বল্প বা সামান্য মূল্যে খাদ্য পায়। ১৭ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা একটি বিস্ময়কর বিষয়। শুধু অর্জনেই নয়, বন্টনেও বাংলাদেশ একটি মাইলফলক। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্য ছাড়াও মৎস্য ও পশুসম্পদের ক্ষেত্রেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। মৎস্য

The birth centenary of Sheikh Mujib will be celebrated in 195 countries of the world from 17 March, 2020 till 17 March, 2021.

21st February is now observed as the International Mother Language day all over the world. Bengali language is now the second spoken language of London.

Bangladesh was dubbed as the 'Bottomless Basket' after the Liberation War in 1971. People had to live at subsistence level. The Pakistani occupation forces ravaged the whole country. Bangabandhu bent over backwards to reconstruct the country. However, he was not given the chance to do so.

Bangabandhu was brutally killed along his family members in 1975. 45 years have gone by since 1975. A looting spree went on for 20 years.

A new journey started when Awami League returned to state power in 1996. However, the journey was halted after five years. Looting spree started again in 2001.

AL-led grand alliance returned to power in 2008. It is hard to realize the development activities carried out in the country in the last years if one does not go abroad.

There is not a country in the world which does not know Bangladesh. Under the stewardship of Sheikh Hasina, Bangladesh is now metamorphosing into a developed nation.

It will be crystal to evaluate the country's present status if we have a look at different indices. If we, for sake of argument, consider Bangladesh to be a poor country, then we should evaluate the extent of poverty.

The person who had to do backbreaking work for a square meal 48 years ago, the same person now can make ends meet. It is indeed a wonder to achieve food autarky for country with170 million populations.

Being an agrarian country, Bangladesh has also achieved tremendous success in fisheries and livestock sectors.

Bangladesh is not lagging behind in industrialization. The government has undertaken a mega project of establishing 100 economic zones across the country which will draw an astronomical amount of foreign investment.

উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। বর্তমানে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার মহাযজ্ঞের কাজ চলছে। এ ক্ষেত্রে দেড় লাখ কোটি টাকা বিদেশি বিনিয়োগ হতে যাচ্ছে। এই ১০০টি অঞ্চলের মধ্য ইতোমধ্যেই ৮৮ টির স্থান চূড়ান্ত করে ১ লাখ একরের বেশি পরিমাণ জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। জমি নিয়েছে চীন, ভারত, জাপান, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুরের বড় বড় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি। পাশাপাশি দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোও রয়েছে।

বিদ্যুতের জাদুর ছোঁয়ায় চাঙ্গা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। বর্তমানে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ এখন ফেরি করে বিক্রি হয়। দেশে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে সফল। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসের দিক থেকেও বাংলাদেশ এশিয়ায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন গোটা বিশ্বের ঈর্ষণীয় অবস্থানে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রোল মডেল। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের আমদানি বেড়েছে ৩০ গুণ আর রপ্তানি বেড়েছে ৩৩ গুণ। মাথাপিছু আয় বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ডলার। রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি পেয়েছে। অবকাঠামোগত দিক থেকে পরিবর্তন ও উন্নয়ন দৃশ্যমান। পদ্মা সেতু, ফ্লাইওভার, মেট্রো রেল, দূরপাল্লার সব রাস্তা ফোর লেন, সাগরতলে ট্যানেল- ২০২২ সালে দৃশ্যমান হবে 'ওয়ান সিটি টু টাউন'।বাংলাদেশ এখন সত্যিকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে এখন এক নম্বরে। প্রতিদিন মোবাইল ফোনে লেনদেন হচ্ছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা বেড়েছে ১০০ ভাগেরও বেশি হারে। দেশের প্রায় ১৫ কোটির বেশি মোবাইল সিম চালু রয়েছে। এর ফলে ব্যবসা বাণিজ্যসহ শিক্ষা-দীক্ষা ও বৈদেশিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। এসব কারণে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আজ বিশ্বের বড় বড় বিনিয়োগকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। তারা বাংলাদেশকে নতুন করে মূল্যায়ন করছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে।

বিপরীতে আমরা নিজেরা হীনমন্যতায় ভুগছি। বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের এই মহাযজ্ঞে গোটা

Of the 100 economic zones, 88 spots have already been fixed with more than one lakh acres of land.

Apart from the local business conglomerates, big companies of China, India, Japan, the USA, the UK, South Korea and Singapore have shown interest to invest in the economic zones.

The rural economy got a kick-start with electrification in the economic zones. 95 percent households of the country have already come under electricity coverage. The poverty rate has significantly sharply fallen.

People's life expectancy has risen to 72 years. Bangladesh is now the most successful country in South East Asia in removing gender disparity. Bangladesh has also achieved success in reducing maternal and child mortality rate in Asia.

Remarkable progress has been made in education and healthcare sectors. Bangladesh is now a role model for women empowerment. Bangladesh is now on a solid footing in different indices of economics. The country's import and export has risen to 30 times and 33 times, respectively, in the last 15 years.

Per capita income is now $2,000. The country's high growth is continuing breaking all previous records.

People's living standard has improved. Infrastructural change and development is now in sight. Padma Bridge, tunnel under Karnaphuli River, metro rail, flyovers, four-lane highways will take Bangladesh to a new height.

Bangladesh is now number one in terms of mobile banking. Around Tk 1,000 crore is transacted via mobile phones in the country every day.

The number of internet users is rising. More than 15 crore mobile SIMs are now active in the country. Phenomenal success has been achieved in terms of trade and commerce, education and overseas communication.

For all these reasons, big companies of the world are now interested in investing in Bangabandhu's Bangladesh. They are now evaluating Bangladesh anew. Bangladesh is marching forward under the courageous and visionary leadership of Sheikh Hasina.

জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে 'বঙ্গবন্ধু' প্রশ্নে বিরোধ জিইয়ে রাখার আজ আর কোনো যৌক্তিক উপায় নেই। আজকের বাস্তবতায় বাংলাদেশের বিপথগামী রাজনীতিকদের সঠিক পথে ফিরে আসার এটাই সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগানো দরকার। বঙ্গবন্ধু এখন আর শুধু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা নয়, তিনি বাঙালির নেতা, বিশ্ব নেতা, জাতির পিতা। তাঁকে ছোট করে দেখার হীনমন্যতায় ভোগলে নিজেদের অস্তিত্বই থাকে না। কারণ, বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশকে কল্পনাও করা যায় না। করলেও লাভ নেই। কেয়ামতের আগেও আরেকটি বাংলাদেশ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং বঙ্গবন্ধুর এই বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে আরো বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। জাতিসত্তাকে কেউ কোনোদিন অস্তিত্বহীন করতে পারে না। বাংলাদেশ মানেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক। যার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

লেখক : সভাপতি
বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন

Contrarily, we are suffering from inferiority complex. The birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has offered us a chance to forge a greater unity.

Particularly, there is no point in quarrelling with the question of Bangabandhu. In today's perspective, this is an opportunity to return to the right path of politics. We should not pass up the opportunity.

Bangabandhu is no longer a leader of AL; he is the leader of Bangalees, leader of the world and Father of the Nation.

Our existence becomes meaningless if we belittle him. We cannot imagine Bangladesh without Bangabandhu. Bangabandhu is the symbol and architect of an independent and sovereign nation.

Author: President
BFUJ-Bangladesh Federal Union Of Journalists.
Translated by Anwar Hussain

"আমি হিমালয় দেখিনি। কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি।
ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় উনি হিমালয়তুল্য।"

ফিদেল ক্যাস্ট্রো
কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট

"I have not seen the himalayas. But I have seen sheikh Mujib.
In personality and in courage, this man is the Himalayas.
I have thus had the experience of witnessing the Himalayas."

Fidel Castro
Former President of Cuba

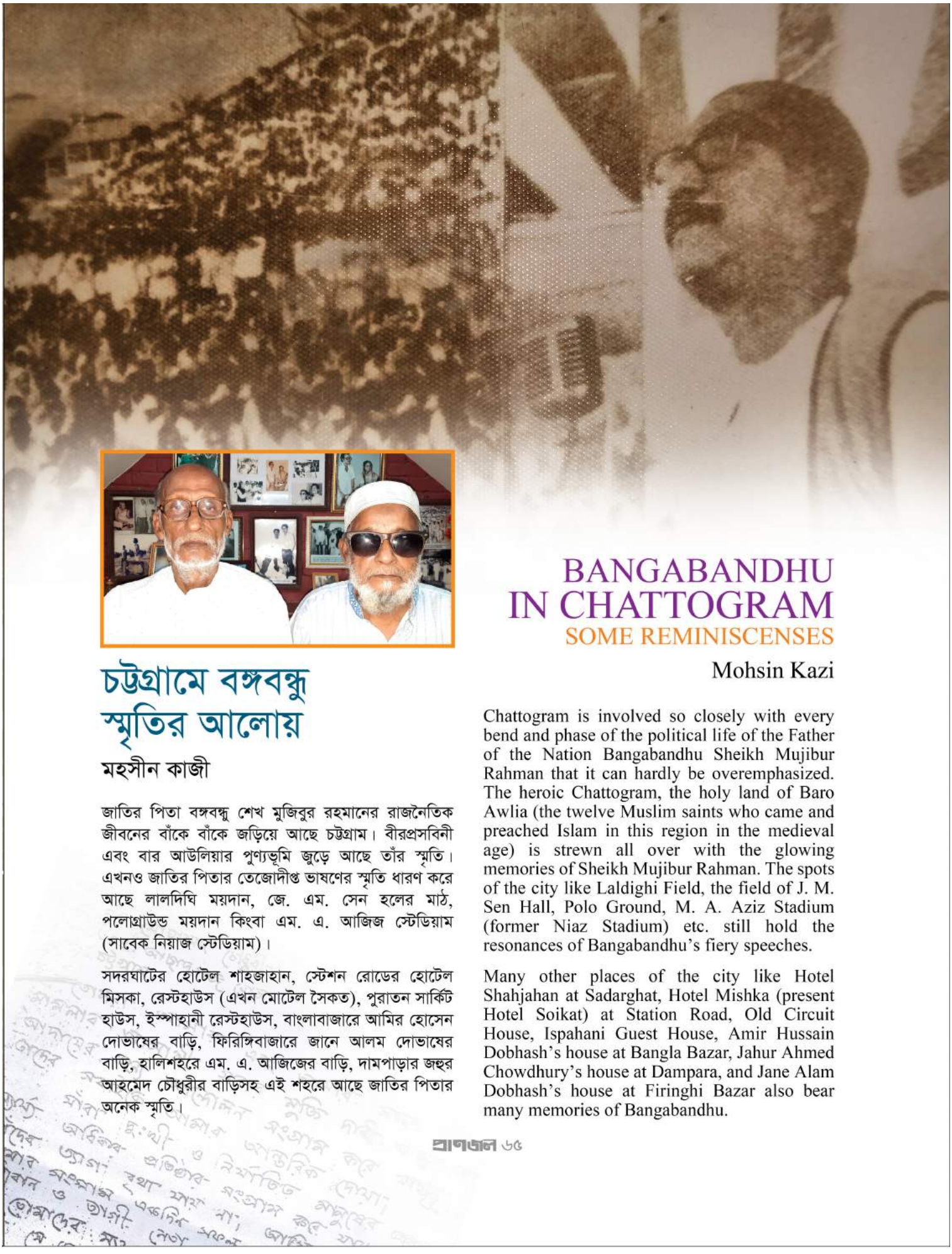



# চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু স্মৃতির আলোয়

মহসীন কাজী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে আছে চট্টগ্রাম। বীরপ্রসবিনী এবং বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি জুড়ে আছে তাঁর স্মৃতি। এখনও জাতির পিতার তেজোদীপ্ত ভাষণের স্মৃতি ধারণ করে আছে লালদিঘি ময়দান, জে. এম. সেন হলের মাঠ, পলোগ্রাউন্ড ময়দান কিংবা এম. এ. আজিজ স্টেডিয়াম (সাবেক নিয়াজ স্টেডিয়াম)।

সদরঘাটের হোটেল শাহজাহান, স্টেশন রোডের হোটেল মিসকা, রেস্টহাউস (এখন মোটেল সৈকত), পুরাতন সার্কিট হাউস, ইস্পাহানী রেস্টহাউস, বাংলাবাজারে আমির হোসেন দোভাষের বাড়ি, ফিরিঙ্গিবাজারে জানে আলম দোভাষের বাড়ি, হালিশহরে এম. এ. আজিজের বাড়ি, দামপাড়ার জহুর আহমেদ চৌধুরীর বাড়িসহ এই শহরে আছে জাতির পিতার অনেক স্মৃতি।

# BANGABANDHU IN CHATTOGRAM

## SOME REMINISCENSES

Mohsin Kazi

Chattogram is involved so closely with every bend and phase of the political life of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman that it can hardly be overemphasized. The heroic Chattogram, the holy land of Baro Awlia (the twelve Muslim saints who came and preached Islam in this region in the medieval age) is strewn all over with the glowing memories of Sheikh Mujibur Rahman. The spots of the city like Laldighi Field, the field of J. M. Sen Hall, Polo Ground, M. A. Aziz Stadium (former Niaz Stadium) etc. still hold the resonances of Bangabandhu's fiery speeches.

Many other places of the city like Hotel Shahjahan at Sadarghat, Hotel Mishka (present Hotel Soikat) at Station Road, Old Circuit House, Ispahani Guest House, Amir Hussain Dobhash's house at Bangla Bazar, Jahur Ahmed Chowdhury's house at Dampara, and Jane Alam Dobhash's house at Firinghi Bazar also bear many memories of Bangabandhu.

দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি নিয়ে লিখবো বলে ভাবছিলাম। তথ্যানুসন্ধানে দ্বারস্থ হই ষাটের দশকের আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের। খোঁজ নিতে শুরু করি সম্ভাব্য উৎসগুলোর। একদিন যাই বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সাবেক মন্ত্রী প্রয়াত জহুর আহমেদ চৌধুরীর বাসভবনে। উদ্দেশ্য-- তাঁর পুত্র মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী। দামপাড়ার বাসার নিচে গ্যারেজের কাছে কয়েকজনকে নিয়ে আলাপে ব্যস্ত তিনি। কুশল বিনিময়ের পর বললাম আসল কথা। জানতে চাইলাম, তাঁদের সংরক্ষণে তাঁর বাবার সাথে জাতির পিতার চিঠিপত্র, ছবি কিংবা স্মৃতিবাহী কোনোকিছু আছে কিনা। তাঁর স্মৃতিতে কতটুকু আছেন বঙ্গবন্ধু। প্রশ্ন শেষ না হতেই এককথায় বললেন, "কিছুই নেই। যুদ্ধের সময় সব নষ্ট হয়ে গেছে।' পাশে ছিলেন মাহতাব চৌধুরীর এক প্রবাসী বন্ধু। তিনি জানতে চাইলেন, কী কারণে আমি এসব খুঁজছি। একটু খুলে বলার পর তিনি ভাবলেন একটু। ডুব দিলেন স্মৃতির গভীরে। বললেন, 'বঙ্গবন্ধুর সাথে যাঁদের ভাবসখ্য তাঁদের বেশির ভাগই বেঁচে নেই। তবে এখনও দু'জন বেঁচে আছেন, যাঁরা জাতির পিতার কাছে যেতে পারতেন। তাঁদের আছে অনেক স্মৃতি। তাঁরা হলেন- নূর মোহাম্মদ চৌধুরী ও শাহ বদিউল আলম।"

তিনি জানালেন, "অনেক বড় বড় নেতা বঙ্গবন্ধুর কাছে ঘেঁষতে পারতেন না। চট্টগ্রাম, ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর কাছে উনারা খুব সহজে যেতে পারতেন। বঙ্গবন্ধুও নূর মোহাম্মদ, শাহ বদিকে পছন্দ করতেন।" একই কথা জানালেন মাহতাব চৌধুরীর আরেক বন্ধু চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। তিনিও একসময় ছাত্রলীগ করতেন। তারপর তাঁদের সাথে যোগাযোগের উপায়ও বাতলে দেন। সেল নম্বরের পাশাপাশি ঠিকানাও দেন।

চট্টগ্রাম শহর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যক্ষ শায়েস্তা খান এবং চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রসংসদের সাবেক ভিপি মির্জা আবু মনসুরের কাছে জানতে চাইলাম উল্লিখিত তথ্যের সত্যতা। তাঁরাও বললেন একই কথা। জানালেন, "নূর মোহাম্মদ এবং শাহ বদি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ষাটের দশক থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত এই দু'জনের সাথে জাতির পিতার যোগাযোগ ছিল। বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম এলে বিমানবন্দর কিংবা রেলস্টেশন থেকে শুরু করে সবসময় ছায়ার মতো থাকতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁদের স্নেহ করতেন।"

নূর মোহাম্মদ চৌধুরী এবং শাহ বদিউল আলম সম্পর্কে জানার পর আমার কৌতূহল বেড়ে যায়। অন্যদিকে বিভিন্ন মাধ্যমে এমন আর কে আছেন, চলতে থাকে সে অনুসন্ধানও। সন্ধান পাই অনেকেরই, কিন্তু এ দুজনের মতো ঘনিষ্ঠ কেউ এখন আর নেই। চট্টগ্রামে জাতির পিতার ঘনিষ্ঠ ছিলেন আমির হোসেন দোভাষ, জানে আলম দোভাষ, এমএ

I thought for long to write something on the topic of Bangabandhu's memories in Chattogram. To collect the information, I went to the doors of a number of persons who had led Awami League and its students wing Chhatra League during 1960s and the members of their families.

One day, I went to the house of late Jahur Ahmed Chowdhury, one of the closest friends and associates of Bangabandhu and a member of his ministry. My aim was to meet the late Chowdhury's son Mahtab Uddin Chowdhury, the acting president of Chattogram City Awami League. He was busy talking to some of his friends in the garage under his house in Dampara area of the city when I went to meet him. After exchanging pleasantries, I told him my aim to visit their house. I asked him whether they had any letter from Bangabandhu to his father, or any photograph or any other thing that bore the memories of the Father of the Nation. Besides I asked him how much he himself could remember his early days with Bangabandhu.

Mahatab Chowdhury answered in a word immediately after I had finished my questions, "Nothing remains there! Everything is destroyed during the Liberation War of 1971."

A friend of Mr. Chowdhury, who was sitting beside him, asked me why I was in search of such things. When I stated my purpose, he reflected over the things for a while. He seemed to be lost in deep memories. After a few moments, he said, "Most of the near and dear ones of Bangabandhu are no more in this world. But two of them, who could go very close to Bangabandhu, are still alive. They are Nur Mohammad Chowdhury and Shah BadiulAlam who have numurous memories about him."

He further said, "Many big leaders could not go very close to Bangabandhu. But these two persons could go very easily close to him whether he was in Chattogram or Dhaka at that time. Bangabandhu liked them very much."

Chiranjib Chakrabarty, another friend of Mahtab Chowdhury, also told us the same thing. He had also been a member of Chhatra League once upon a time. He told us how to meet Nur Mohammad and Shah Badi. He gave us their addresses and cell phone numbers too.

আজিজ, জহুর আহমেদ চৌধুরী, শেখ মোজাফফর আহমদ, এম এ ওহাব, এম এ মান্নান, সিরাজুল হক মিয়া, ইসহাক মিয়া, সুলতান কন্ট্রাক্টর, নুরুল আলম চৌধুরী প্রমুখ। তাঁদের কেউই আজ বেঁচে নেই।

এরই মধ্যে বৃষ্টিস্নাত এক দুপুরে ফোন দিই আমার কাছে 'হিরো' বনে যাওয়া নূর মোহাম্মদ চৌধুরীকে। পরিচয় দিয়ে জানালাম আমার ইচ্ছার কথা। বললাম, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর স্মৃতিকথা শুনতে চাই। এজন্য একদিন সময় চাইলাম। আমি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ শুনব-- এ কথা শুনে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দেন। আমার সাথে বসার সময় দেন দুদিন পর।

বাসা খুঁজতে বেগ পেতে হয়নি। এলাকায় পরিচিত মানুষ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান নূর মোহাম্মদ চৌধুরী। কথাবার্তায়ও বনেদি ভাব। বাসায় ঢুকতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন চা-নাশতা নিয়ে। খাওয়া আর আছরের নামাজের পর খুলে দেন স্মৃতির ঝাঁপি। বললেন, আওয়ামী লীগের কথা। শোনালেন বঙ্গবন্ধুর কথা। নিজেই বললেন, "আমি এবং আমার বন্ধু শাহ বদি দু'জনেই ছিলাম বঙ্গবন্ধুর কাছের লোক। চলুন, শাহ বদির কাছে যাই। ও আর আমি একসাথে আড্ডাচ্ছলে আপনাকে সব শোনাব।"

বয়সের ঘর আশি ছুঁই ছুঁই নূর মোহাম্মদ চৌধুরী আমাকে নিয়ে ছুটলেন শাহ বদি'র বাসার উদ্দেশ্যে। বাসায় গিয়ে পেয়ে যাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির দীর্ঘকালের সাক্ষী এবং জাতির পিতার ঘনিষ্ঠ সহচর শাহ বদিউল আলমকে। তিনিও আমার আগ্রহের কথা শুনে আশ্চর্য! একপ্রকার আক্ষেপ নিয়েই বললেন, "আমাদের খোঁজ এখন আর কেউ নেয় না। যিনি নিতেন, তাঁকে তো বেইমানের বাচ্চারা শেষ করে দিয়েছে। এখন আমাদের খোঁজ নিয়ে কী লাভ। কী হবে শুনে আমাদের কথা।" এসব বলতে বলতে চোখ ছলছল করছিল। চোখ মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। স্বাভাবিক হয়ে শুরু করলেন স্মৃতিচারণ। একজনের কিছু একটা ছুটে গেলে আরেকজন মনে করিয়ে দেন। এভাবে টানা চারঘণ্টার আড্ডা চলে ইতিহাসের দুই সিপাহশালারের সাথে।

নূর মোহাম্মদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখেন ১৯৫৪ সালে। তখন যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে নির্বাচনী প্রচারণায় চট্টগ্রাম আসেন শেখ মুজিব। লালদিঘি ময়দানের বিশাল জনসভায় বক্তব্য দেন তাঁরা। সেখানে শেখ মুজিবের ভাষণ শুনে ভক্ত হয়ে যান মুসলিম হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র নূর মোহাম্মদ।

সেই নির্বাচনে শহরের ছোবাহানিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে জীবনের প্রথম ভোট দেন নূর মোহাম্মদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে। খেলাধূলাসূত্রে সুস্বাস্থ্যের আর বড়সড় চেহারার বালক নূর মোহাম্মদকে ১৮ বছরের তরুণ ভেবে

To verify the truths of their statements, I met Sirajul Islam Chowdhury, the former general secretary of Chattogram City Chhatra League, Principal Shayesta Khan, and Mirza Abu Mansur, former vice-president of Chattogram College Students' Union. They also told me the same things. They said, "Nur Mohammad and Shah Badi are close friends. The Father of the Nation had contacts with these two persons from 1960 to 1975, the year of his assassination.They followed Bangabandhu like his shadow from the railway station or the airport whenever he visited Chattogram. Bangabandhu loved them very much."

My curiosity increased when I came to know about Nur Mohammad Chowdhury and Shah Badiul Alam. I also started to search who else were there that knew about Bangabandhu. I came to know about some other persons still alive, but none of them had been so close to Bangabandhu as Nur Mohammad and Shah Badi. The persons close to Bangabandhu in Chattogram included also Amir Hossain Dobhash, M. A. Ohab, M. A. Mannan, Siraj ul Haque Miah, Ishaque Miah, Sultan Contractor, NurulAlam Chowdhury and others. None of them were alive then.

In the mean time, I gave a phone call to Nur Mohammad Chowdhury, who became a 'hero' in my eyes. I told him my identity and my wish. I expressed my wish to hear his reminiscences of Bangabandhu. For this, I requested him to give me some time of a day at least. He thanked me when he came to know that I wanted to hear his reminiscences of Bangabandhu. I made an appointment to meet him two days later.

It was not so difficult to search his living place out. He was a member of a respectable family and a well-known person in the locality. The style of his speaking was also aristocratic. He offered me tea and snacks immediately after I had arrived at his home. After having lunch and reciting the namaz of asar(afternoon prayer) with him, he opened the box of his reminiscences. He told me many stories of Bangabandhu's past days and his party Awami League. Then, he said, "My friend Shah Badi and I myself were near ones of Bangabandhu. Let us go to Shah Badi. We will tell you together everything about him."

সেবার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন জহুর আহমেদ চৌধুরী এবং মুসলিম লীগের রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী। নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতেন জহুর আহমেদ চৌধুরী। তখন সংবাদপত্রে হেডলাইন হয়, 'মাছির কাছে হাতির পরাজয়'।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের শুরু থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় হন নূর মোহাম্মদ। রাজনীতি পাঠের শুরুতেই অভিষিক্ত হন শহর আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে।

১৯৬৪ সালে ফাতিমা জিন্নাহর সমর্থনে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)-এর আরেক জনসভায় লালদিঘি ময়দানে আসেন শেখ মুজিব। তখনও দর্শকসারির প্রথম কাতারে থেকে শোনেন প্রিয় নেতার বক্তব্য। একই দিন নিয়াজ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক পরিচিতি সভায় বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচিত হন। "তুই নূর মোহাম্মদ না? আমি তোকে চিনি," বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন শেখ মুজিব। এতেই তখন মহাখুশি তরুণ নূর মোহাম্মদ।

উল্লেখ্য, ওই পরিচিতি সভায় আইউব খান বক্তব্য দেয়ার সময় স্থানীয় ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে 'আইউব খান মুর্দাবাদ' স্লোগান ওঠায় মাঝপথে তিনি বক্তব্য বন্ধ করতে বাধ্য হন। হট্টগোলের এক পর্যায়ে সেখানে লাঞ্ছিত হন তখনকার এমপিএ আলীম উল্লাহ চৌধুরী। এই ঘটনায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের ২৭ জনকে আসামি করে আলীম উল্লাহ হত্যাচেষ্টার মামলা হয়। মামলায় আসামিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে জামিনের ব্যবস্থা করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী আবুল কাশেম সাবজজ ও ফটিকছড়ির আইনজীবী আবদুল হালিম।

সেদিনের আরেকটি ঘটনার বর্ণনা দেন শাহ বদিউল। জানালেন, "আলীম উল্লাহ চৌধুরীর ওপর আক্রমণের পর পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। একপর্যায়ে পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আবদুর রহমান খানকে (যুক্তফ্রন্ট সরকারের পাটমন্ত্রী) আটক করে চট্টগ্রামের তৎকালীন এডিসি (জেনারেল) ইনাম আহমেদ চৌধুরীর জিম্মায় দেন। বঙ্গবন্ধু তখন সার্কিট হাউস প্রান্তে জিপে বসা ছিলেন। আবদুর রহমানকে ছাড়িয়ে নিতে আমাকে এবং ইদরিস আলমকে এডিসির কাছে পাঠান বঙ্গবন্ধু। এডিসিকে গিয়ে নেতার নির্দেশের কথা জানালাম। বলি, 'উনি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন, উনাকে ছেড়ে দিন।' তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে আবদুর রহমান খানকে পুলিশের গাড়িতে তুলে দেন। ঘটনাটি লক্ষ করলেন বঙ্গবন্ধুও। লিডার তখন শুধু এটুকু বলেছিলেন-- "শুনবে! সময় আসলে সব কথাই শুনবে!"

নূর মোহাম্মদ ১৯৫৭ সালে মেট্রিক পাসের পর ভর্তি হন সিটি কলেজে (তৎকালীন নাইট কলেজ)। ততদিনে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তিনি পরিচিত মুখ। স্থানীয়ভাবে

Nur Mohammad, almost an octogenarian, then accompanied me to the house of Shah Badiul Alam. Going there, I met Shah Badi, another octogenarian and close associate of Bangabandhu. He had been an eye-witness of the politics of Awami League for a long time. He also became surprised to know my intention. Ruefully, he said, "Now-a-days, nobody inquires about how we are doing! The traitors killed the person who was always eager to know how we were. Now, what is the use of looking for us or hearing our stories?"

His eyes were filled with tears when he was referring to all these things. He wiped the tears from his eyes and tried to become normal. After a while, he started his reminiscences. When he was forgetting something, his bosom friend Nur Mohammad helped him remember the points. In this way, I talked for long four hours with these two old men who had been young lieutenants of Bangabandhu once upon a time.

Nur Mohammad Chowdhury met Bangabandhu for the first time in 1954. In that year, the leader came to Chattogram along with another great leader Maolana Abdul Hamid Khan Bhasani to participate in the election campaign of the Joint Front. They delivered speeches in a huge public meeting held at the historic Laldighi Field of the city. Nur Mohammad, a student of class seven in nearby Muslim High School at that time, became an ardent follower of Sheikh Mujib after hearing his speech in the meeting.

Nur Mohammad excercised his franchise for the first time in in his life in that election, and cast his vote for the 'boat' symbol of Awami League. As a sportsman and a boy of good physique, Nur Mohammad looked older than his real age and so, he was included into the voter list as an adult. He cast his vote in the polling centre set at the city's Sobahania Madrasa. Jahur Ahmed Chowdhury and Rafiq Uddin Siddiqi were the candidates of the Awami League and the Muslim League respectively. Jahur Ahmed Chowdhury won the election with a huge margin. The newspapers made a headline: 'The Fly Defeats the Elephant'.

Nur Mohammad had been active in politics since the military regime of General Ayub Khan, the then autocratic President of undivided Pakistan,

জননেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর অনুসারী। থাকতেন চৌধুরীর সাথে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন তাঁরা দুই বন্ধু। পরবর্তীতে সকল রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিজেদের যুক্ত রাখতেন তাঁরা। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিয়মিত হয়ে ওঠায় ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তাঁরা।

১৯৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন নূর মোহাম্মদ ও শাহ বদির রাজনৈতিক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ছয় দফার সমর্থনে অনুষ্ঠিত লালদিঘি ময়দানের জনসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাঁরা। এতে ছয় দফা তুলে ধরে ঐতিহাসিক বক্তব্য দেন শেখ মুজিব। সভায় সভাপতিত্ব করেন জহুর আহমেদ চৌধুরী। সভা শুরুর আগে গান গেয়ে জমিয়ে তোলেন মোহাম্মদ শাহ বাঙালি (শফি উল্লাহ) ও বদন আহমদ দিদারি। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ বলে উল্লেখ করেন। এটি ছিল লালদিঘি ময়দানে তখনকার সময়ের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক জনসভা।

নূর মোহাম্মদ চৌধুরী জানান, "লালদিঘির জনসভা শেষ করে লিডার (বঙ্গবন্ধু) ওঠেন হোটেল শাহজাহানে। সেখানে লিডারের সাথে সাক্ষাৎ করি। পরদিন ভোরে তিনি সিরাজুল হক মিয়ার জিপে চড়ে চলে যান নোয়াখালী।" চৌধুরী বলেন, "টাকার ওপর স্লোগান লিখেও আমরা ছয় দফার পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছি। পাশাপাশি কুপনের মাধ্যমে মুজিব ফান্ডের অর্থ সংগ্রহও করেছি।"

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু তখন জেলে। চট্টগ্রাম রাইফেল ক্লাবে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়ার বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজনে যুক্ত ছিলেন নূর মোহাম্মদ চৌধুরী, শাহ বদি, প্রয়াত নুরুল ইসলামসহ অন্যরা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু আটক অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৯৬৮ সালের ১১ আগস্ট নূর মোহাম্মদ চৌধুরীর কাছে চিঠি লেখেন। এ প্রসঙ্গে চৌধুরী জানান, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ঢাকার কমলাপুর ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ময়েজউদ্দিন আহমেদ। মামলার খরচের জন্য গঠিত তহবিলের কুপন আনতাম উনার কাছ থেকে। তহবিলের টাকা তুলে তাঁকে দিয়ে আসতাম। বিষয়টি জানতেন বঙ্গবন্ধু। তখন জেল থেকে বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্র আদানপ্রদান করতেন ময়েজউদ্দিন। একদিন তিনি আমাকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে লেখা বঙ্গবন্ধুর একটি চিঠি এনে দেন। চিঠিটি পেয়ে যেন আমি আকাশের চাঁদ পাই। আমার এমন খুশি লেগেছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।"

১৯৬৯ সালে নূর মোহাম্মদ চৌধুরী শহর আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর সাথে

started in 1958. At the very beginning of his active participation in politics, he was elected the new cultural secretary of the then Chattogram City Awami League.

In 1964, Sheikh Mujib came again in Chattogram to speak in another public meeting in Laldighi Field, organised by National Democratic Front (NDF) in support of Fatema Zinnah, sister of Quayed-e-Azam Mohammad Ali Zinnah, the Father of the nation of Pakistan. At that time, Fatema Zinnah was contesting against Ayub Khan in another general election. Even at that time, Nur Mohammad heard Sheikh Mujib's speech ardently, sitting in the front row of the audience. On the same day, in another public meeting held in Niaz Stadium to introduce the candidates of the election, Bangabandhu for the first time addressed him personally: "Are you not Nur Mohammad? I know you, boy!" He then streched his hands out and embraced him. Naturally, the leader's warmth of heart made the teen-aged Nur Mohammad elated enormously.

It should be mentioned here that in that meeting Ayub Khan could not but stop his speech half-way as the followers of the local units of the Awami League and the Chhatra League were raising a slogan against him again and again: 'Down with Ayub Khan!' There was a great commotion there when Alim Ullah Chowdhury, the then MPA, was manhandled. Afterwards, a case of attempt to murder Alim Ullah Chowdhury was filed, making 27 Awami Leaguers and Chhatra Leaguers the accused. Standing on behalf of the accused, two senior lawyers Abul Kashem Sub-judge of Raozan and Advocate Abdul Halim of Fatikchhari made arrangements to release them on bail.

Shah Badiul described another incident of the day. He said, "Police started arresting the suspects after the attack on Alim Ullah Chowdhury. At a stage, police detained Abdur Rahman Khan of Brahmanbaria, who had been the Jute Minister of erstwhile Joint Front government, and put him under custody of Inam Ahmed Chowdhury, the then ADC (General) of Chattogram. At that moment, Bangabandhu was sitting in a zeep parked at the Circuit House premises. He sent me and Idris Alam to the ADC to try to release Mr. Khan. We went to the ADC and told him about the request of our leader.

ডবলমুরিং, পাঁচলাইশ, ফটিকছড়ি, বাঁশখালী ও চকরিয়ায় নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন। ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি এম. এ. আজিজের জানাজায় বঙ্গবন্ধু উপস্থিত হলে তখনও সাথে ছিলেন নূর মোহাম্মদ ও শাহ বদি। জানাজায় ফজলুল কাদের চৌধুরী 'অ-মুজিব' বলে বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে গেলে বাধা দেন শাহ বদি।

নূর মোহাম্মদ চৌধুরী বলেন, "বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার আর বদির এমন সম্পর্ক হয়ে যায় যে, চট্টগ্রাম এলেই তিনি আমাদের খুঁজতেন। তাঁর সাথে দেখা করতে আমাদের কোনো বাধা ছিল না। স্বাধীনতার পর যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে, তখনও বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে আমাদের কোনো প্রটোকল ডিঙাতে হতো না।"

"দিন-তারিখ মনে নেই। আমি আর বদি একদিন গণভবনে যাই। তখন গণভবনের কঠোর নিরাপত্তা-বেষ্টনী পার হতে আমাদের বেগ পেতে হয়। বিষয়টি লিডারকে জানানোর পর তিনি গেইটের সিকিউরিটির লোকজনকে ডেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, যাতে পরবর্তীতে সরাসরি প্রবেশ করতে আমাদের কোনো অসুবিধে না হয়। এরপর যতদিন গণভবনে গিয়েছি, আর কেউ আমাদের আটকাতে পারেনি। আরেকবার ৩২ নম্বর বাড়ির নিরাপত্তা কর্মীরা আমাদেরকে ভেতরে যেতে না দিয়ে জেরা করতে থাকেন। এ সময় তিনতলায় দাঁড়িয়ে কবুতরের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিলেন লিডার। আচমকা নিচে আমাদের উপস্থিতি খেয়াল করেই উপর থেকে ডাক দেন। এরপর আমরা সোজা ভেতরে ঢুকে যাই," বলেন নূর মোহাম্মদ চৌধুরী।

তিনি বলেন, "১৯৭৪ সালের ১ জুলাই জহুর আহমেদ চৌধুরীর মৃত্যুর খবর শুনে চট্টগ্রামে ছুটে আসেন শোকার্ত বঙ্গবন্ধু। জানাজাশেষে প্রিয় বন্ধুর দাফনের তদারকি করে তারপর ঢাকায় ফিরে যান। এসময়ও তাঁর কাছে ছিলাম আমরা।"

নূর মোহাম্মদ চৌধুরী বলেন, "১৯৭৪ সালের দিকে বঙ্গবন্ধু আমাকে আর বদিকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেন। দলের অভ্যন্তরে গোয়েন্দাগিরি ছিল আমাদের কাজ। এ জন্য মাসশেষে নিজ হাতে আমাদের বকশিশ দিতেন। এ জন্য আওয়ামী লীগের কেউ কেউ আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। '৭৪ সালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে আমাদের কাউন্সিলর করা হয়নি। আমরা কারও কাছে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সোজা লিডারের কাছে নালিশ করি। লিডারকে বলি, 'স্যার আমরা চলে যাব? নাকি থাকব?' তিনি বললেন, 'কী হয়েছে! তোরা যাবি কেন?' বললাম, 'আমাদের কাউন্সিলর করা হয়নি।' তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নেন তাজউদ্দিন আহমদ এবং তোফায়েল আহমেদকে। তাঁদের বলেন, 'ওদের দু'জনের নাম যেন প্রথম অধিবেশনে কো-অপশনের তালিকায় থাকে।' সপরিবারে নিহত হওয়ার কিছুদিন আগে

We said, 'He was a minister of the Joint Front government. Release him, please!' The ADC did not pay heed to us, and picked Mr. Khan up in a police car. Bangabandhu also noticed the incident. The leader made a single comment at that time: "They shall respond to our words; everybody shall respond when the time will come."

After passing the Matriculation examination, Nur Mohammad was admitted in Chattogram City College, a night college at that time. In the mean time, he became a well-known face in the political activities of the Awami League. Locally, he was a follower of the party leader Jahur Ahmed Chowdhury. In course of time, Nur Mohammad and Shah Badi became inevitable in the local Awami League. The two friends kept themselves involved in all the political programmes of the party. They came closer to Bangabandhu day by day, as they became more and more regular in the party's political programmes.

The movement of six-point demands in 1966 was a turning point in the lives of Nur Mohammad and Shah Badi. They played an important role in the public meeting held in Laldighi Field in support of the six-point demands on February 25 of the year. Presenting the six points, Sheikh Mujib made a historic speech in this meeting. The meeting was presided over by Jahur Ahmed Chowdhury. The meeting started with the patriotic song sung by Mohammad Shah Bangali (Shafi Ullah) and Badan Ahmad Didari. Bangabandhu, in his speech in the meeting, mentioned the six points as the charter of the freedom of Bangali nation. It was the largest ever political public meeting at that period.

Nur Mohammad Chowdhury said, "After the meeting, the leader went to Hotel Shahjahan. We went to meet him there. Next morning, he went to Noakhali in a zeep of Sirajul Haque Miah." Mr. Chowdhury said, "We even collected money for Mujib Fund by selling coupons."

Afterwards, Bangabandhu was sent to jail as an accused of Agartala Conspiracy Case. At that time, Nur Mohammad, Shah Badi, late Nurul Islam and others were connected with the preparation of the post-marital programme of Bangabandhu's daughter and present Prime

কোরবানির ঈদের সময় আমি আর বদি দেখা করতে গেলে আমাদের তিন হাজার টাকা দেন কোরবানির গরু কেনার জন্য। সর্বশেষ চট্টগ্রাম সফরে এলে লিডারের সাথে আমরাও যাই বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। সেখান থেকে যাই কাপ্তাইয়ে। হেলিকপ্টারে যান বঙ্গবন্ধু।"

লিডারের সাথে শেষ দেখার বর্ণনা দিয়ে চোখ মুছছিলেন নূর মোহাম্মদ চৌধুরী। তিনি বলেন, "প্রায় ৮০ বছরের জীবনে আমার জন্য সবচেয়ে বড় আঘাত জাতির পিতার মৃত্যুসংবাদ।"

নূর মোহাম্মদ চৌধুরী রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও সপ্তাহান্তে ঘুরে আসেন দামপাড়ায় জহুর আহমেদ চৌধুরীর বাড়ি। সেখানে নেতার পুত্র মাহতাব উদ্দিন চৌধুরীর সাথে আড্ডা দিয়ে আসেন। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেন। যতদিন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া বেঁচেছিলেন, তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি চিনতেন নূর মোহাম্মদ ও শাহ বদিকে। শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়ার বিয়ে-পরবর্তী চট্টগ্রামের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনেও তাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

লালদিঘি ময়দানে নিয়মিত ফুটবল খেলতেন মুসলিম হাইস্কুলের ছাত্র শাহ বদিউল আলম। ১৯৫৫ সালে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় খেলতে গিয়ে লালদিঘি মাঠে দেখেন হাজার মানুষের জটলা। কোনো একটি মিটিং হচ্ছে, আর তাই খেলা হচ্ছে না। কিশোর বদিউল বসে যান মিটিং-এর সামনে দর্শকসারিতে। মঞ্চে ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ ভাসানী, জহুর আহমেদ চৌধুরী ও এম. এ. আজিজ।

শাহ বদিউল বলেন, "গোঁফওয়ালা তরুণ বয়সী একজন বক্তব্য দিতে ওঠেন। মাইকের ঘোষণায় জানতে পারি তাঁর নাম শেখ মুজিব। তাঁর বক্তব্যের স্টাইল আর ব্যক্তিত্ব আমাকে মোহিত করে। এমন বক্তব্য অতীতে শুনিনি। তারপর থেকে শেখ মুজিব আসার খবর পেলে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য প্রতিটি মিটিংয়ে ছুটে যেতাম। ১৯৫৬ সালে নেতাদের বিশাল বহর নিয়ে চট্টগ্রামে আসেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত সেই সমাবেশে নেতাদের বহরে ছিলেন মানকির শরীফের পীর, জাকারিয়া শরীফের পীর, অল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি গোলাম মো. খান লুন্ধখোর, সিন্ধু প্রদেশের জি. এম. সাইয়েদ (যিনি পরিচিত ছিলেন 'সিন্ধুর গান্ধী' হিসেবে) প্রমুখ। আমার খেয়াল নেই সেদিকে। আমি তখনও শুনতে যাই শেখ মুজিবের ভাষণ। ভাষণ শুনে মুগ্ধতা সঙ্গী করে বাসায় ফিরি। একই বছর সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে আবার লালদিঘি ময়দানে আসেন শেখ মুজিব। ওই সময়ের বক্তব্য এখনও কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন- "কে, কোথায়, কীভাবে দুর্নীতি করে তা তিন

Minister Sheikh Hasina and her bridegroom Dr. Wazed Miah.

When Bangabandhu was detained as an accused of Agartala Conspiracy Case, he wrote a letter to Nur Mohammad Chowdhury from the jail on August 11 of 1968. In this regard, Mr. Chowdhury said, "Advocate Moyezuddin Ahmed, the then Chairman of Kamalapur union of Dhaka, was the convener of the Operation Committee of Agartala Conspiracy Case. We used to bring the coupons of the fund formed to manage the expenses of the case from him. We also deposited the money to him after our collection. Bangabandhu had knowledge about the matter. At that time, Moyezuuddin used to take and bring the letters to and from imprisoned Bangabandhu. One day, he brought me a letter from Bangabandhu. After receiving the letter, I felt as if I had got the moon within my grip. I was so overwhelmed with joy that I couldn't just express it."

In 1969, Nur Mohammad Chowdhury became a member of the executive committee of the Awami League Chattogram city unit. In 1970, he accompanied Bangabandhu in the campaign of 1970's general election in Double Mooring, Panchlaish, Fatikchhari, Banshkhali and Chakaria areas of Chattogram. Nur Mohammad and Shah Badi accompanied Bangabandhu when he attended the namaj-e-janaja (funeral prayer) of the deceased Awami League leader M. A. Aziz on January 11, 1971. During that programme, they resisted Fazlul Quader Chowdhury, a former Speaker of Pakistan parliament and a leader of the Convention Muslim League, when he advanced to embrace Bangabandhu addressing him as "O Mujib" .

Nur Mohammad said, "Badi and I became so closely related with Bangabandhu that he would definitely seek for us whenever he came to Chattogram. We enjoyed complete freedom to meet him. We didn't have to follow any protocol even after independence when he was at the top of power."

"I can't remember the time or date, when Badi and I went to Ganabhaban to meet Bangabandhu.We had to face many difficulties to cross the strong security belt there at that time. When we informed the leader about the matter,

পয়সা খরচ করে পোস্ট কার্ডে লিখে আমাকে জানালে আমি দুর্নীতিবাজকে বের করে আনবো।'"

শাহ বদিউল আলম জানান, তারপর থেকে বাদ যায়নি চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধুর কোনো সভা, সমাবেশ। এরই মধ্যে নজর কাড়েন জননেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর। কাছে টেনে নেন তিনি। ১৯৬১ সালে মেট্রিক পাসের পর ১৯৬২ সালে নিয়মিত হন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে। এরই মধ্যে বন্ধুত্বের গাঁটছড়া বাঁধেন নূর মোহাম্মদ চৌধুরীর সাথে। তারপর থেকে দু'জনের যূথবদ্ধ চলা। এসময় তিনি শহর আওয়ামী লীগের সদস্য নির্বাচিত হন। দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন তাঁর রাজনীতির আইডল শেখ মুজিবের।

শাহ বদিউল জানান, "সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ পুনর্গঠিত হয়। এরপর ঢাকার কাঁঠালবাগানে বিচারপতি ইব্রাহিমের বাসায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। তখন আমি ঢাকায় বেড়াতে যাই। আমাদের নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর সাথে নবাবপুরের সেন্ট্রাল হোটেলে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে কাউন্সিলে নিয়ে যান। সেখানে দেখা হয় শেখ মুজিব, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও তাজউদ্দিনের সাথে। ১৯৬৩ সালে মৃত্যুর পূর্বে শেষবারের মতো চট্টগ্রাম আসেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সাথে ছিলেন শেখ মুজিব। লালদিঘি ময়দানের জনসভায় আইয়ুব-বিরোধী জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন তাঁরা। এ জনসভায়ও আমি উপস্থিত ছিলাম।"

১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি লালদিঘি ময়দানে ছয় দফার জনসভা আয়োজন ও প্রচারণায় ভূমিকা রাখেন শাহ বদি ও নূর মোহাম্মদ। নেতাদের সাথে মঞ্চেই ছিলেন তাঁরা। শাহ বদিউল জানান, তিনি ১৯৬৮ সালে শহর আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপপ্রধান। বাহিনীর প্রধান ছিলেন নূর মোহাম্মদ চৌধুরী। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ লালদিঘি মাঠে এ বাহিনীর সদস্যদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি জানান, স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তারা সক্রিয় ছিলেন। শহরের স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় মিটিং, মিছিল আর হরতালে তাঁদের ডাক পড়ত। আছদগঞ্জের স্থানীয় তরুণ বলে কথা, তাই সাহসও কম দেখাতেন না নূর মোহাম্মদ চৌধুরী। মারপিটেও ছিলেন শক্তপোক্ত। এ কারণে কেউ কেউ তাকে 'লোহা চৌধুরী' নামে ডাকতেন। তাঁর এ অভিধা একসময় বঙ্গবন্ধুর কানেও পৌঁছে যায়। দলঅন্তপ্রাণ, কর্মীবান্ধব এই মহান নেতাও কখনো-সখনো নূর মোহাম্মদ চৌধুরীকে 'লোহা চৌধুরী' সম্বোধন করে উপস্থিত মহলে হাস্যরস ছড়িয়ে দিতেন।

শাহ বদি জানালেন ভয়াল ২৫ মার্চের রাতের কথা। ঢাকায় পাকবাহিনীর আক্রমণের খবর চট্টগ্রামে আসেনি তখনও। রাতে জহুর আহমেদ চৌধুরীর বাসায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর ফোনের

he summoned the security personnel posted at the gate of Ganabhaban. He introduced the two of us to them so that we could enter the house without any resistance or interrogation. Afterwards when we went to Ganabhaban, nobody could prevent us from getting inside. Another time when I went to Bangabandhu's personal residence at 32, Dhanmandi, Dhaka, the security personnel posted there stopped us and started to interrogate. At that moment, Bangabandhu was standing in the balcony of the house's first floor and feeding his pet pigeons with seed grains. Suddenly, he noticed our presence in the gate and called us raising his voice, and then, we immediately went inside the house," said Nur Mohammad.

He further said, "On July 1, 1974, mournful Bangabandhu came quickly to Chattogram after hearing the death news of Jahur Ahmed Chowdhury. After taking part in the janaja prayer of one of his dearest friends and supervising his burial, the leader went back to Dhaka. At that time too, we were with him."

Nur Mohammad Chowdhury said, "Around 1974, Bangabandhu entrusted Badi and me with a special responsibility. Our duty was to keep eyes and to inform him of what was actually happening inside Chattogram Awami League. For this, at the end of every month, he paid us personally from his own pocket. But, for this reason, some people inside Awami League were displeased and angry with us. As a result, in 1974, we were not made councilors in the central conference of the Awami League. We didn't express our reaction to anybody else, but complained directly to Bangabandhu himself. We asked the leader, 'Now what will we do, sir? Shall we leave? Or shall we stay?' He asked, 'Why? What's the matter? Why do you two want to leave?''We're not elected councilors this year, sir,' we said. Calling Tazuddin Ahmed and Tofayel Ahmed immediately, the leader gave them the instruction, "Don't forget to put these two names on the list of co-options in the first session of the council! Just a few days before being assassinated along with his family members, Badi and I went to meet the leader on the occasion of Eid-ul-Adha. He gave us three thousand taka to buy a cattle for the sacrifice. In his last visit to Chattogram, we also accompanied the leader when he went to

সূত্র ধরে সে-খবর পান তাঁরা। তখনই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানান। সে প্রসঙ্গে শাহ বদি বলেন, "নেতার নির্দেশ ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা দ্রুত প্রচার করার। জহুর আহমেদ চৌধুরীর নির্দেশ পেয়ে রাতে বেরিয়ে পড়ি স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি শহরে ছড়িয়ে দিতে। চৌধুরী সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর আসতে পেয়ে যাই চট্টগ্রাম ওয়াসা'র একটি জিপ। ড্রাইভারকে বললাম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথাটি। বললাম, তার গাড়িতে সুযোগ দিলে বিষয়টি দ্রুত প্রচার করা সম্ভব হবে। উৎসাহী ড্রাইভার ছিল স্বাধীনতার পক্ষের। আমাদের প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। তাকে নিয়ে চলে যাই মুসাফিরখানা মসজিদ সংলগ্ন তমিজ মার্কেটে। ভোলার দোকান থেকে জিপের ছাদে মাইক লাগিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার খবর শহরে প্রচার করি।"

মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির পিতা যখনই চট্টগ্রামে আসতেন, ডাক পড়ত নূর মোহাম্মদ-শাহ বদি জুটির। ঢাকায় গণভবন এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বরেও ছিল তাঁদের অবাধ যাতায়াত। বঙ্গবন্ধু কীভাবে যেন জানলেন, শাহ বদি তাঁর মায়ের যত্নআত্তি করেন না, খবর রাখেন না। সেই যাত্রায় বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম এসে হোটেল শাহজাহানের বিশ্রামের ফাঁকে অমনই পেয়ে বসলেন শাহ বদিকে-- "এই তুই নাকি মায়ের খবর রাখিস না! ঠিক নাকি? খবরদার, মায়ের অযত্ন, অবহেলা যেন না শুনি।" বঙ্গবন্ধুর এ অনুশাসনের গল্প শুনিয়ে শাহ বদি বলেন, 'আহা নেতা! মানুষের ঘরের খবর, মায়ের খবর সবই রাখতেন তিনি।' যদিও মায়ের প্রতি অবহেলার অভিযোগটি সঠিক নয় দাবি করে শাহ বদি জানান, মূলত নেতার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ একজন মিথ্যা অভিযোগ করে কান ভারী করেছিলেন।

শাহ বদি জানান, "চুয়াত্তর সালের দিকে আমাদেরকে গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব দেয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে কর্নেল ফারুকের নেতিবাচক কথার বিষয়ে অবহিত করি। একদিন মতিঝিল চেম্বার ভবনে গিয়েছিলাম এক কাজে। অনেকের সাথে কথা হয়। এক পর্যায়ে দেখলাম কর্নেল ফারুক উল্টাপাল্টা বলতে শুরু করেন। সাথে সাথে ৩২ নম্বরে গিয়ে বিষয়টি অবহিত করি।"

রাজকীয় ঢংয়ে বঙ্গবন্ধুর তামাকের পাইপে টান দেওয়া বেশ মুগ্ধ হয়ে খেয়াল করতেন শাহ বদি। নেতা পাইপে আয়েশ করে টান দেন-- এ দৃশ্যটা ছিল শাহ বদির কাছে অনন্য, অতুলনীয়। তাই চট্টগ্রাম থেকে যাওয়ার সময় কখনো ৬ টাকা ২৫ পয়সা দামের এরিনমোরে ব্র্যান্ডের টোবাকো নিয়ে যেতেন প্রিয় নেতার জন্য। স্মৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে একদিন নেতার কাছ থেকে চেয়ে আনেন একখানা পাইপ, যেটি এখনো শ্রেষ্ঠ স্মৃতির বাহক হয়ে আছে শাহ বদির জীবনে।

তিনি বলেন, "পঁচাত্তর সালের ১৫ আগস্ট রেডিওতে সপরিবারে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের সংবাদটি ছিল আমার

inaugurate Betbuniya Geo-satellite Centre in the hill district of Rangamati. From there, we went to Kaptai. Bangabandhu went there by a helicopter."

Nur Mohammad was wiping his tears while describing his last meet with Bangabandhu. He said, "In my life of about 80 years, the death news of the father of the nation was the greatest shock to me."

Though not so much active in politics now-a-days, Nur Mohammad continues to visit as usual the house of Jahur Ahmed Chowdhury at Dampara at the end of the week. He gossips and reminisces about the good old days there with late Jahur Chowdhury's son Mahtab Uddin Chowdhury. He used to keep a regular contact with Dr. Wazed Miah, the late husband of Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina, the present Prime Minister of the country and the President of Bangladesh Awami League, till the last days of the later's life. Dr. Wazed knew Nur Mohammad and Shah Badi very well. He always remembered gratefully how closely they were involved in the arrangement of his and Sheikh Hasina's post-marital reception ceremony when his father-in-law had been behind bars.

In his teenage, Shah Badiul Alam was a regular footballer in Laldighi Field, as a student of Government Muslim High School to which the field belonged. Going to the field one day in 1955, when he was a student of class six, he saw a huge gathering of people in the field. A public meeting was going on there, and so, playing football was not possible that day. Shah Badi, a merely teenaged boy at that time, decided to attend the meeting, and took his seat at the very front row of the audience. Big leaders like Maolana Abdul Hamid Khan Bhasani, Jahur Ahmed Chowdhury and M. A. Aziz were present there on the stage that day.

Shah Badi said, "A young man with a big mustache appeared on the podium to deliver his speech. I came to learn from the announcement in loudspeaker that his name was Sheikh Mujib. His personality and style of oratory made me fascinated. I had never heard such a motivating speech before. Since then, I had been attending every meeting where Sheikh Mujib was supposed to come and speak. In 1956, Hossain Shahid Sohrawardy came to Chattogram with a large contingent of leaders to attend a public

কাছে এ যাবৎকালের মধ্যে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ। বিশ্বে এমন নেতা বিরল, যিনি ২০ বছর পরও কোনো কর্মীকে দেখলে নাম ধরে ডাক দিতেন। এমন কর্মীবান্ধব নেতা দুনিয়াতে আর আসবে না।"

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের চারদিন পর শাহ বদি এবং নূর মোহাম্মদ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কুলখানির আয়োজন করেন। শাহ বদির এয়াকুবনগরের বাড়িতে আয়োজিত এই কুলখানিতে ছোবহানিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা সৈয়দ শামসুল হুদার নেতৃত্বে আলেমরা খতমে কোরআনে অংশ নেন। ১৯৭৬ থেকে বকশিরহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আনসার ক্লাবের পেছনের মাঠে ১৫ আগস্ট শোকদিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজনের মূল উদ্যোক্তাও ছিলেন তাঁরা। দিনভর মাইকে চলত ৭ মার্চের ভাষণ। '৮২ সালে এখানকার আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য শেখ আবদুল আজিজ ও 'অগ্নিকন্যা' পরিচয়ে খ্যাত মতিয়া চৌধুরী। অথচ তখন বঙ্গবন্ধুর নাম নেয়া ছিল অপরাধ। শাসক গোষ্ঠীর শ্যেনদৃষ্টি উপেক্ষা করে দুঃসাহসিক কাজটি করে যেতেন মুজিব আদর্শের অনুসারী এ দুই বন্ধু।

শাহ বদিউল আরো বলেন, "লিডারকে হারানোর পর থেকে রাজনীতিতে আর নিয়মিত হতে পারিনি। মন বসেনি। জাতির পিতার মৃত্যুর পর আমাদের আর অভিযোগের জায়গাও নেই। তাই রাজনীতি থেকে সরে এসেছি। এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী যতদিন ছিলেন, খোঁজখবর নিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের কেউ আর আমাদের খোঁজ নেয় না।"

লেখক : বোর্ড সদস্য, চট্টগ্রাম ওয়াসা এবং যুগ্ম-মহাসচিব, বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন

meeting in Laldighi Field. Leaders like Pir of Mankir Sharif, Pir of Jakaria Sharif, All Pakistan Awami League Secretary Golam Mohammad Khan Lundhkhor, 'Gandhi of Sindh' G. M. Syed and many others were included in the contingent. But my eyes or ears were not fixed on anyone of them. I went there only to see Sheikh Mujib and hear his fiery speech. I can remember that I returned home that day with a deeper fascination for him. In the same year, Mujib came again in Laldighi Field to speak as the then Minister of Industry, Commerce and Anti-Corruption Department. The speech he delivered on that day still echoes in my ears. He said, "If one just bothers to spend only three paisa to write a postcard to me informing about who are involved in corruption and about where and how they indulge in such a heinous thing, I must bring them out."

Shah Badiul Alam observed that, since then, he had never missed any meeting or rally in Chattogram, where Sheikh Mujib would come to speak. In the meantime, he drew attention of Jahur Ahmed Chowdhury, another great leader of Awami League, and one of Sheikh Mujib's closest associates and followers. Mr. Chowdhury drew Shah Badi nearer to him. He became regular in the political activities of Awami League in 1962 after he had passed Matriculation in the previous year. In the meantime, a bond of strong friendship and camaraderie was built between Shah Badi and Nur Mohammad Chowdhury, which is still intact. Since then, the two friends have been walking together always hand in hand. Shah Badi became a member Chattogram city Awami League at that time.

Shah Badiul Alam said, "Awami League was reformed in 1964, after Suhrawardy's death. Then a council conference of Awami League was held in Justice Ibrahim's house at Kathalbagan in Dhaka. At that time, I went to Dhaka on a tour. When I went to meet Jahur Ahmed Chowdhury at the Central Hotel of Nababpur in Dhaka, he took me to the council. There I met Sheikh Mujib, Abdur Rashid Tarkabagish and Tazuddin Ahmed. In 1963, at the very end of his life, Hoseyn Shaheed Surawardy came to Chattogram for the last time. Sheikh Mujib was also accompanying him. They delivered fiery anti-Ayub speeches in a public meeting held in Laldighi

Field.I was also present there in the meeting."

Shah Badi and Nur Mohammad played significant roles in the preparation and publicity of the historic public meeting on the six-point demands held in Laldighi Field on February 25, 1966. The two were on the stage with the leaders. Shah Badi said that he was the social welfare secretary of the city Awami League in 1968. He was the deputy chief of the voluntary force during the war of liberation in 1971. The chief of the force was Nur Mohammad Chowdhury. A spectacular parade of the force was held in Laldighi Field on the 25th March of 1971.

He said that the two of them were involved in all the pre-independent fights and movements. As the local citizens of the city, they were called to attend all the meetings, rallies and hartals. Nur Mohammad showed much bravery in the agitation programmes as a local inhabitant of Asadganj, an area close to Laldighi Field. He was also very strong and expert in fighting, and that is why, he was mentioned frequently as 'Loha Chowdhury', meaning 'Chowdhury the Ironman'. This appellation went into the ears of Bangabandhu in course of time. The worker-friendly leader himself also called Nur Mohammad sometimes as 'Loha Chowdhury' to provide the present ones with a little relief of humour.

Shah Badi described the terrible things that happened on the night of March 25, 1971. The news of crackdown by Pakistan army had not yet reached Chattogram. He and Nur Mohammad got the news after going to Jahur Ahmed Chowdhury's house from a phone call of Bangabandhu there. In that call to Jahur Ahmed Chowdhury, Bangabandhu told about the declaration of independence. The leader ordered to publicise the declaration in the city within the earliest possible time. Following the instructions of Jahur Ahmed Chowdhury, we went out that night to spread the news of the declaration of independence all over the city. Going ahead a few steps from Jahur Ahmed Chowdhury's house, we found a zeep of Chattogram Water Supply and Sanitation Authority (CWASA). We told its driver about Bangabandhu's declaration of independence. We told him that the declaration would be swiftly publicised if he could drive us all around the city. The enthusiastic driver was a pro-independence person. He agreed to our proposal immediately. We went to Tamij Market adjacent to Musafirkhana Mosque. Taking a loudspeaker from Bhola's shop, we fitted that on the roof of the jeep and announced the news of Bangandhu's declaration of independence running throughout the city."

The Nur Mohammad-Shah Badi pair was called by the Father of the Nation whenever he came to Chattogram after the war of liberation.They had unrestricted access to Gana Bhaban and 32 Dhanmandi of Dhaka whenever they wished or needed to go there. But somehow Bangabandhu came to know at that time that Shah Badi was not taking proper care of his old, ailing mother. Every next time when the leader came to Chattogram, he got the appropriate chance to interrogate Shah Badi.

"Hey, you—what are the things I'm hearing about you? I have heard you don't care about the well-being of your mother! Is it true? Be careful! I don't want to hear again that you are not taking proper care of your mother."

Quoting the rebuke of the leader, Shah Badi said, "Oh, what a leader! He was always careful about the well-being of not only his party workers, but also of their families." But denying the allegation of his not taking care of his mother, Shah Badi remarked that actually someone had told the lies to make the leader displeased with him.

He said, "Around 1974 when we were provided with the responsibility of espial inside the party, we informed Bangabandhu of the negative talks and attitude of Colonel Faruk. One day when I went to Chamber House in Dhaka's Matijhil, I talked to many persons about the matter. Col. Faruk was also present there. At a stage, he started to speak rough and tumble. Then and there, I went to 32 Dhanmandi and informed the leader about the matter."

Shah Badi loved to observe the scene of Bangbandhu puffing his tobacco pipe with a regal style. Bangabandhu was inhaling the smoke comfortably—it was a unique, unparalleled scene in Shah Badi's eyes. Sometimes, he spent Tk. 6.25 to buy a pouch of tobacco of Erinmore brand from Chottogram and carried it to Dhaka as a gift for the dear leader. Once, he requested Bangabandhu for one of his pipes. The one given to him by the leader is still one of the

greatest memorabilia in his life, Shah Badi admitted.

He said, "And the most horrible news was that of the assassination of Banngabandhu and his family members. A leader who could call any worker of the party by name even after twenty years is really rare in the world. Such a worker-loving leader is never to be found in this world."

Four days after the assassinations of Bangabandhu and his family members, Shah Badi and Nur Mohammad arranged Qulkhani for the deseased. The alems (Islami scholars) under the leadership of Mowlana Syed Shamsul Huda, the Principal of Sobhania Madrasa took part in Khatme Quran (recital of the whole of Al Quran) arranged at Shah Badi's house in Yakub Nagar of Chattogram. It was only they who took steps to observe the first anniversary of the Mourning Day in the field behind the Ansar Club, on August 15, 1976. Since then, the tradition of holding the Mourning Day meeting by Bakshir Hat Union unit of Awami League has been going on till today. All day long, the record of Bangabandhu's speech of March 7, 1971 is transmitted by loudspeakers as a part of observing the Mourning Day. The people present in the day's programme in 1982 were Abdul Aziz, a founding member of Bangladesh Awami League, and Matia Chowdhury, who was known as 'Agnikanya' (fiery girl) and became a member of Sheikh Hasina's ministry later. At that time, uttering Bangabandhu's name openly was considered as an offence. But these two friends as ardent followers of Mujib's ideals did this year after year braving the evil eyes of the then rulers of the country.

Shah Badiul Alam said again, "I couldn't continue to remain regular in the party after we had lost the father. My mind refused to do that. We have no other place to tell our grievances after the death of the nation's father. So, I have moved away from active politics. When he was alive, A. B. M. Mahiuddin Chowdhury, the former Mayor of Chattogram City Corporation and President of Chattogram City Awami League, inquired about our welfare every now and then. After his death, nobody in the party bothers about us."

Author: Member of the Board, Chattogram WASA, and Joint-Secretary General, BFUJ Bangladesh Federal Union of Journalists

Translated by Jyotirmoy Nandy

"শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নয়।
তিনি সকল বাঙালির মুক্তির অগ্রদূত"

মোহাম্মদ হাসানেইন হেইকেল
মিশরের সাংবাদিক

"Sheikh Mujibur Rahman does not belong to Bangladesh alone. He is the harbinger of Freedom for all Bangalis."

Mohammed Hassanein Heikal
Egyptian Journalist

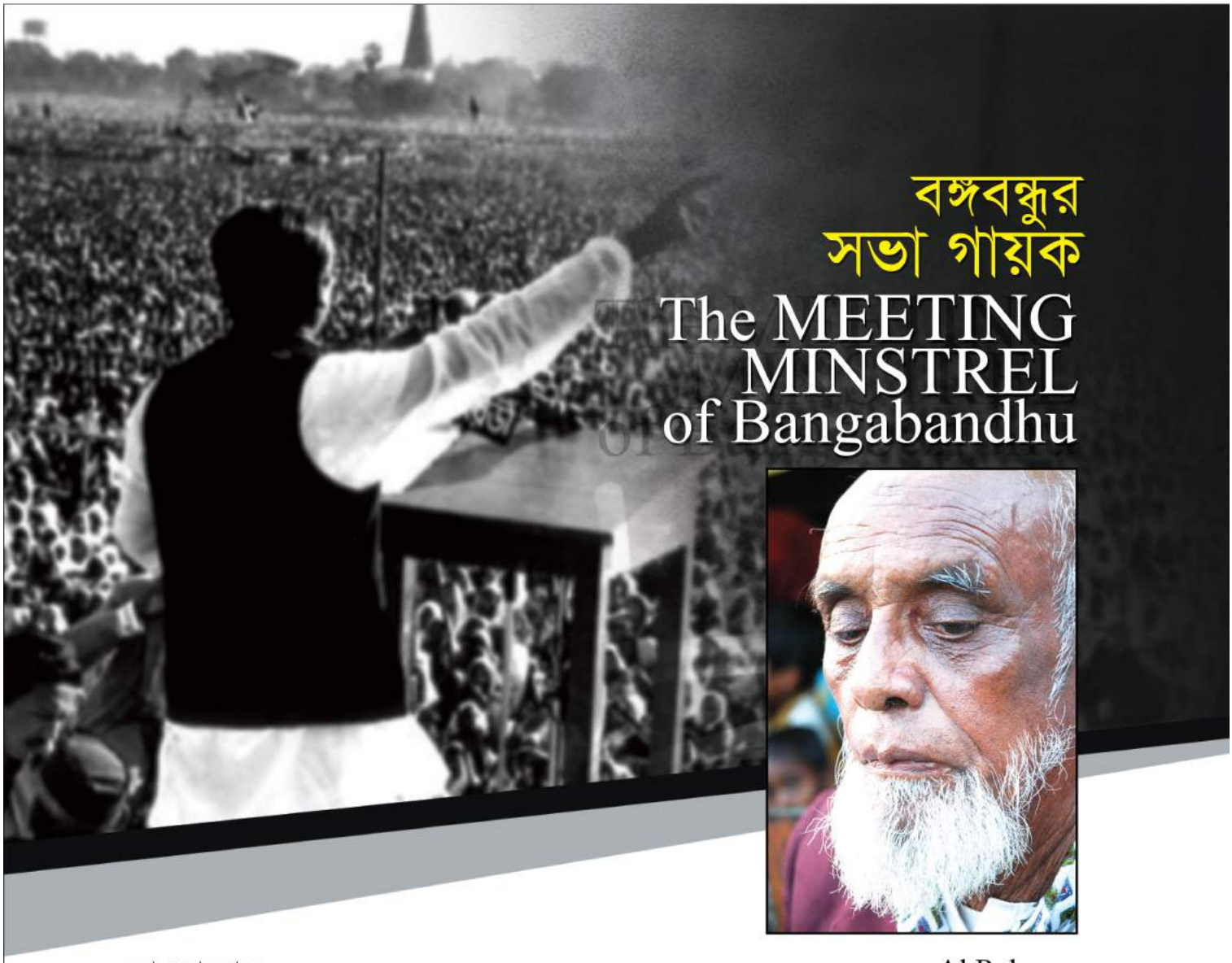

# বঙ্গবন্ধুর সভা গায়ক

# The MEETING MINSTREL of Bangabandhu



আল রাহমান

Al Rahman

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সভা গায়ক' ছিলেন মোহাম্মদ শাহ বাঙালি। সড়ক, নৌ আর আকাশপথে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘুরেছেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ভাষাসৈনিক, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ও গণসংগীতের শিল্পী, চারণ কবিসহ অনেক পরিচয় এ কিংবদন্তির।

সভা গায়কের প্রধান যে গুণ-মুহূর্তের মধ্যে গান রচনা, সুর দেওয়া এবং গাইতে থাকা সবই ছিলো মোহাম্মদ শাহ বাঙালির। জাতির ক্রান্তিলগ্নে, কঠিন সময়ে, উত্তাল সমরে তার গান প্রেরণা, সাহস আর ভালোবাসা জুগিয়েছে মুক্তিপাগল বাঙালিকে। হয়তো সেই গৌরবগাথা বিস্মৃতির অতলে একদিন হারিয়ে যাবে। নতুন প্রজন্ম জানবে না সেই বীরপুরুষটির নামও, যিনি আমৃত্যু কণ্ঠসৈনিক হিসেবে লড়ে গেছেন-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। যার আরেকটি বিশেষ পারদর্শিতা ছিলো-শুদ্ধ সুরে পুঁথি পাঠের আসর জমাতে পারা।

Mohammad Shah Bangali was the 'meeting minstrel' of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He travelled with Bangabandhu by land, water and air routes to the remotest part of the country. This legend was of many reputations including a soldier of language, a vocal artist of Swadhin Bangla Biplabi Betar Kendra (Independent Bangla Revolutionary Radio Centre) and a minstrel.

Bangali could compose and sing songs instantly, even sitting in a crowded meeting, which were the main qualities of a minstrel. His songs provided inspiration, courage and love to the freedom-frenzied nation in that crisis period. Perhaps the story of glory will be lost beyond remembrance one day. The new generations may not even know the name of this heroic person,

ব্রিটিশের দুঃশাসন নিয়ে শৈশবে "ব্রিটিশ চলিলরে গাট্টি বোচকা লইয়া-বীর বাঙালি আসো সবাই তৈরি হইয়া" গান গেয়ে প্রথম আলোচিত হন নিজের গ্রাম চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের ইজ্জতপুরে। ১৯৫০ সালের আগে সন্দ্বীপ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সামনে আয়োজিত এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে এলাকায় শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পান। উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন ছাতা, হারিকেন ও টর্চলাইট।

ইন্টারনেট, পত্রপত্রিকা, সাময়িকীতে মোহাম্মদ শাহ বাঙালির জীবন ও কর্ম খুব বেশি জানার সুযোগ নেই। ক্ষেত্র বিশেষে বিভ্রান্তিতে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে। এটাও সত্য-শাহ বাঙালির অগণিত স্মৃতি, গল্প-আড্ডার কথামালা, গানের পেছনের গল্পগাথা ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে। এসব সংগ্রহ করা মানে সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনার মতো অবস্থা। তারপরও আশায় বুক বাঁধি আমরা, নবীন-প্রবীণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদিন পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বলতর হবেন শাহ বাঙালি নামের মাটির মানুষটি। যিনি ভালোবাসতেন বঙ্গবন্ধুকে, মা, মাটি ও এদেশের মানুষকে।

প্রথম আলোতে সনজীদা খাতুনের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয় ২০১৭ সালের ৪ এপ্রিল। যাতে শাহ বাঙালিকে নিয়ে বলেছেন এভাবে-

"আমি একটা গল্প করি সবসময়, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় মোহাম্মদ শাহ বাঙালি নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে গান গাইতেন। যা পরিস্থিতি, সেটার বিবরণ দিয়ে তিনি গাইতেন। প্রফেসর আনিসুর রহমান আর কয়েকজন বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবী রাঙ্গুনিয়াতে গিয়ে মঞ্চে বসে বক্তৃতা করছিলেন। আনিসই বলেছেন আমাকে ঘটনাটা। তাঁরা বক্তৃতা করছেন। দর্শকেরা তার কিছুই বুঝতে পারছেন না। বক্তৃতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পেছন থেকে মোহাম্মদ শাহ বাঙালি উঠে মাইকে পুরো বক্তব্যটা গানে বললেন। লোকের চোখ-মুখ চকমক করে উঠল। এতক্ষণে তাঁরা বুঝলেন কথাগুলো। এটা স্বাধীনতার কিছুকাল পরের ঘটনা।"

সন্দ্বীপের জায়গায় হয়তো রাঙ্গুনিয়া হবে। নয়তো রাঙ্গুনিয়ায় সভাটি হয়েছিলো, উপস্থিত অতিথিরা সবাই ভেবে নিয়েছেন শাহ বাঙালির বাড়িও রাঙ্গুনিয়ায়। সে যাই হোক-আমরা বিশ্বস্ত কিছু সংবাদ মাধ্যম, অনলাইন পোর্টাল, পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা ও সন্দ্বীপ বেড়াতে যাওয়ার সুবাদে জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে শাহ বাঙালির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেই পারি।

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের সময় সন্দ্বীপ পেরিয়ে ভাষার গান নিয়ে ছুটে এসেছিলেন এসেছিলেন চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘি মাঠ ও প্যারেড মাঠে। গেয়েছিলেন-ওরে বাঙালি/ ভাষার তরে ঢাকার শহর/ বুকের রক্তে রাঙালি/ আর কত দুঃখ সইবে বাঙালি।

who fought till his death as a vocal soldier to bring smile in the faces of poor and distressed. His another excellence was to entertain a gathering superbly by reciting 'Puthi' (old books of tales written in poetry form) with right musical notations.

He became famous for the first time in Ijjatpur, his own village in Sandwip of Chittagong, when he composed and sang a song against the then atrocious British colonial rule: "British cholilo re gatti bochka loiya, / bir bangali aso sobai toiri hoiya…" (The British is leaving bag and baggage, / Valiant Bengalis, get ready and march forward). He got recognition as a singer in his locality when he stood first in a music competition held in front of Sandwip Magistrate Court around 1950. He received an umbrella, a lamp and a torch as prizes for his performance.

One cannot know very much from internet, newspapers and magazines about the life, deeds and achievements of Mohammad Shah Bangali. In cases, there are also possibilities that the information seeker may get confused. But this is also true that many bits of information including numerous memories, recollections of his relatives and friends, and stories behind writings of his many famous songs are spread here and there all over Bangladesh. Collecting these things is like gathering a pearl from the unfathomable depth of a sea. Yet we take heart that someday the man named Mohammad Shah Bangali, who was a true son of the soil, and loved the country, its people, and above all its great leader Bangabandhu with all his heart, will be brought more vividly to the limelight by the combined efforts of both the younger and older generations.

An interview of Sanjida Khatun was published in the Bengali daily 'Prothom Alo' on April 4, 2017. In that interview she said:

"I always tell a story about a gentleman from Rangunia of Chattogram. He was a singer in Swadhin Bangla Betar Kendra (Independent Bengal Radio Centre). He could compose songs instantly on the things happening at the very moment. Professor Anisur Rahman and some other most prominent intellectuals of the country were speaking in a public meeting once in Rangunia. It was Mr. Anisur who told me the story.

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় সন্দ্বীপ কারগিল হাইস্কুল মাঠে সোহরাওয়ার্দীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় গান গেয়ে বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা এমএ আজিজের দৃষ্টি কাড়েন। এরপর জননেতা আজিজ তাকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। লালদীঘির মাঠেই আরেক নির্বাচনী জনসভায় মোহাম্মদ শাহ বাঙালির গান শুনে মুগ্ধ হন "গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি খুশি হয়ে শাহ বাঙালিকে ২০০ টাকা নগদ পুরস্কার দেন। এ সময় জনপ্রিয় গান ছিল 'হকের নৌকা শেখের নৌকা-নৌকা মওলানা ভাসানীর-আসো আমরা ওই নৌকাতে-সবাই মিলে দাঁড় টানি"।

১৯৬৫ সাল। শাহ বাঙালির জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এ বছরই চট্টগ্রামের মুসলিম হলে এক সমাবেশে গান গেয়ে পরিচিত হন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। এরপর ছয় দফা'র সমর্থনে জনসভাগুলোতে শাহ বাঙালি হয়ে উঠেন সভার অলংকার। বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব লুফে নিয়ে ৬ দফার সমর্থনে আয়োজিত প্রতিটি জনসভায় বঙ্গবন্ধুর সাথে ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি।

"ছয় দফাতো জনগণের-শেখ মুজিবের কিছুই না-আইলোরে ভাই ৬ দফার জমানা-তোরা সব জয়ধ্বনি কর-গাওরে গান দেশজুড়ে-তোল ৬ দফার তুফান"। তখন শাহ বাঙালির এ গান ছিল মানুষের মুখে মুখে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়েন এ সভা গায়ক। ওই সময় ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সভা গায়কের আসল নাম শফি উল্লাহ বদলে ছদ্মনাম রাখেন মোহাম্মদ শাহ বাঙালি। পরবর্তীতে তিনি এ নামেই বিখ্যাত হন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনে গান গেয়ে শিহরিত করেছিলেন বাঙালিকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে জাগরণের গান ও পুঁথিপাঠ করে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বাংলার দামাল ছেলেদের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে 'মুজিব বাইয়া যাওরে', 'বিশ্ববাসীর কাছে মোদের রইল আবেদন-বন্ধ কর বাঙালির ওপর খানের নির্যাতন', 'ছলে বলে ২৪ বছর বাঙলা খাইলা চুষি-জাতিরে বাঁচাইতে গিয়া মুজিব হইল দোষী' ইত্যাদি গান গেয়ে বাঙালির রক্তে শিহরণের ঢেউ তুলেছিলেন শাহ বাঙালি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শান্তি নিকেতনে তিন দিনের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ভারতের অনেক বিখ্যাত শিল্পীকে টপকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন শাহ বাঙালি।

দেশ স্বাধীন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দু'দিন পর তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের পক্ষে গান গাওয়া অব্যাহত রাখেন। ১৯৭৫ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরও শাহ বাঙালির কণ্ঠ ছিল সরব। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন জনসভায়ও গান গেয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে জনমত গঠনে

They were sitting on the stage and going to the mouthpiece of the loudspeaker one after another to deliver their respective speeches. But the audience was just not being able to understand a single word of those oratories. When they finished, Bangali came forward from the back side of the stage, and presented the summary of their speeches in a single song composed by him instantly on that very moment. Then the audience could understand everything clearly, and their faces were brightened with joy and satisfaction. This happened just a few days after the achievement of liberation."

The name of the place where the meeting was held might be Sandwip instead of Rangunia. Or might be the meeting was held truly in Rangunia. Bangali might also go there and the other guests thought Rangunia as his home town. Whatever the truth was, we can try to compile a brief biography of Bangali based on some reliable media clips, booklets and reminiscences of visits in Sandwip.

During the language movement of 1952, Bangali came running to the historic Laldighi Ground and Parade Ground to render patriotic songs. He sang: "Ore Bangali, / bhashar tore Dhaka shahar rokte rangali. / Ar kato dukkha soibe Bangali!" (O my Bengalis, / You imbued Dhaka city with your blood. for the rights of language / How long you have to suffer, O Bengalis!)

In 1954, Bangali drew the attention of M. A. Aziz, a senior leader of Awami league, by singing songs in the mass meeting held at Kargil High School Field of Sandwip in support of Hossain Shahid Suhrawardy, the 'Brainchild of Democracy'. Suhrawardy himself became fascinated hearing Bangali's song in another mass meeting in Laldighi Ground of Chattogram city. Suhrawardy awarded Bangali with taka two hundred in cash. At that time a popular song of Bangali was: "Hoker nouka, Shekher nouka, / Nouka Moulana Bhasanir. / Aso amra ai noukate, / Sobai mile dar tani." (This boat is of Haque. This boat is of Sheikh, / This boat is of Maulana Bhasani. / Come on, let us row the boat.)

The year of 1965 was a turning point in Bangali's life. This year he became acquainted with Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Bengali nation, after presenting

সক্রিয় ছিলেন মোহাম্মদ শাহ বাঙালি। জীবন সায়াহ্নে তিনি চলে এসেছিলেন তার প্রিয় জন্মভূমি সন্দ্বীপে। মাঝেমধ্যে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রে গান গাইতে আসতেন তিনি। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে এ কীর্তিমানের বেশ কিছু গানের বই জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়।

১৯২৮ সালে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের ইজ্জতপুর ইউনিয়নের রূহিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শাহ বাঙালি। বাবা খুরশীদ আলম মিয়া। তিনি সংগীত অনুরাগী ছিলেন এবং স্বরচিত গান গাইতেন। ২ ভাই ২ বোনের মধ্যে শাহ বাঙালি ছিলেন তৃতীয়। তাঁর অপর ভাই এনায়েত উল্লাহ ছিলেন নৌ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ছিলেন ৬ ছেলে ও ৬ মেয়ের বাবা। ইজ্জতপুর বোর্ড স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার সুযোগ পান। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবার উৎসাহে ছন্দ মিলিয়ে গান রচনা এবং নিজের সুরে গাওয়ার বিষয়টি আয়ত্ত করেন।

সহজ-সরল এ শিল্পী চট্টগ্রাম শহরে এলে থাকতেন পুরাতন গির্জা এলাকার ৫০ টাকা ভাড়ার গির্জা বোর্ডিংয়ে। সাংবাদিক মহসীন কাজীর এক লেখায় স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে- বঙ্গবন্ধুর কথা বলতেই আবেগে কেঁদে উঠতেন শাহ বাঙালি। বলতেন, বঙ্গবন্ধু আর এমএ আজিজ বেঁচে থাকলে আমার এই অবস্থা হতো না। যতবারই দেখা হতো ততবারই বলতেন, আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের নানা সংকটের কথা। তিনি জানান, একবার বঙ্গবন্ধু নাকি তাঁকে বলেছিলেন "তুই যদি আমার আগে মরিস তাহলে আমি তোর মাথা কেটে পরীক্ষা করে দেখবো সেখানে কী আছে। কীভাবে তুই এতো সুন্দর গান করিস।"

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন তাঁর সবচে' প্রিয় মানুষ। বলতেন, 'তিনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাকে দেখলে হাসেন'। এবার (২০০৯ সালে) আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রধানন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যান গণভবনে। তৎকালীন পাট মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর মাধ্যমে দেখা হয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলেন। তারপর কুশল জানলেন। আমি একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলি আপনি দুই মিনিট চুপ থাকেন। তারপর তাঁকে (প্রধানমন্ত্রী) একটি গান শুনিয়ে দিই।' ফেরার সময় প্রধানমন্ত্রী শাহ বাঙালিকে ৫০ হাজার টাকার একটি প্যাকেট দেন। বললেন, 'যেকোনো সমস্যা হলে আসবেন। আপনি আমার বাবার প্রিয় মানুষ ছিলেন।' আসার সময় মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীও শাহ বাঙালির পকেটে গুঁজে দেন ১০ হাজার টাকা।

২০১০ সালের ১৬ অক্টোবর রাত সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণপাখি উড়ে যায় বঙ্গবন্ধুর সভাগায়ক শাহ বাঙালির। তখন বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর। তাঁর অমর সৃষ্টি 'চাদরের আদর বেশি শীতকালে-কেউ রাখে

songs in a meeting at Muslim Hall in Chattogram city. After that, Bangali became inevitable in the mass meetings held in support of six-point demands. Eagerly accepting Bangabandhu's request, Bangali accompanied him in each and every meeting held anywhere in the country in support of the six points.

"Chhoy dofa to janogoner,
Sheikh Mujiber kichhui na.
Ailo re bhai chhoy dofar jamana.
Tora sob jayaddhoni kor,
Ga re gan desh jure,
Tol chhoy dofar tufan."
(Six-point demands are of people, / But not personal something of Sheikh Mujib. / The time of six points has come-- / Cry hurrah for victory of the six points! / Sing the six points' song all over the country, / Raise a storm of the six points.)

At that time, this song of Bangali became very much popular and extempore among the people. At a stage, the then Pakistan government became aggravated with him. At that time, Tafazzal Hossain Manik Miah, the founder Editor of the Bengali daily Ittefaq, changed the singer's original name Shafi Ullah to Shah Mohammad Bangali. Later he became famous by this name.

He thrilled the Bengalis singing patriotic songs during the mass uprising of 1969. He provided inspiration to the heroic sons of the soil by singing songs and reciting puthi in Swadhin Bangla Betar Kendra. He created waves of enthusiasm in the bloodstream of Bengalis by singing the songs like--'Mujib baiya jao re' (Continue to row, O Mujib), 'Bishwabasir kachhe moder roilo abedon / Bandha karo Bangalir opor Khaner nirjaton' (It's our appeal to the world/ Stop atrocities on Bengalis by Khans), 'Chhale bale chabbish bachhar Bangla khaila chushi, / Jatire bachaite giya Mujib hoilo doshi' (By hook or by crook, You've sucked Bangla for 24 years, / And now Mujib is blamed for his efforts to save the nation), and many others.

While the freedom fight was going on, Bangali participated in a music contest held at Shanti Niketon, and secured the top place toppling a good number of renowned Indian artists.

He returned from Kolkata to Dhaka two days after Bangabandhu had returned to his homeland

না চাদরের খোঁজ শীত গেলে' গানটি মিথ্যে হোক বাঙালির আত্মপরিচয়ের ইতিহাসে। আমরা যেন ভুলে না যাই এ বাঙালি মনীষীকে।

আমরা চাই, মোহাম্মদ শাহ বাঙালির স্মৃতি জাগরূক রাখার জন্য সন্দ্বীপে, চট্টগ্রামে, ঢাকায় উদ্যোগ নেওয়া হোক। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা হোক। তার গানগুলোর সংকলন প্রকাশ করা হোক। এসব কাজে বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

after the end of liberation war. After the liberation, he continued to compose songs and sing supporting the then Bangabandhu Government. Even after the change of scenario after the assassination of the Father of the Nation, voice of Shah Bangali was not silent. He took active part to build up people's opinion in favour of Awami League by singing songs even in different mass meetings of the present Prime Minister Sheikh Hasina. He came to his beloved birthplace Sandwip at the ending years of his life. Sometimes he came to sing in Radio Bangladesh Chattogram. A number of books of his songs were washed away by the water surge during the devastating cyclone on April 29, 1991.

Mohammad Shah Bangali was born at Ijjatpur union of Sandwip in the district of Chattogram in 1928. The name of his father was Khurshid Alam Mia, who was a lover of music and sang self-composed songs. Shah Bangali was the third among his two brothers and two sisters. His brother, Enayet Ullah, was a retired Navy officer. He was the father of three sons and four daughters. Bangali got the opportunity to study up to fourth grade in Ijjatpur Board School. While studying in class two, with the encouragement of his father he mastered the rhythms of composing songs and singing.

This artist of an easy and simple lifestyle used to stay in Girja Boarding in Puratan Girja area (Old Church Compound) in Chattogram with a room rent of taka fifty only. Journalist Mohsin Kazi reminisced in a writing that Bangali started to sob with deep emotion whenever Bangbandhu is mentioned before him. He used to say, "I wouldn't be in such a measurable state if Bangabandhu and M. A. Aziz were alive today." Whenever Mohsin met him, Bangali reminisced many things of Bangabandhu and Awami League, and also told many things about the crisis in his family. He said, once Bangabandhu told him, "If you die before me, I will dissect your brain to see what is there that you can compose and sing such beautiful songs!"

His most beloved personality was the Prime Minister and Awami League president Sheikh Hasina. He used to say, "She (Prime Minister) smiles whenever she sees me." When Awami League came to power in 2009, Bangali went to Ganabhaban to meet the Premier. He met the Prime Minister through the then Jute Minister